অধ্যায়ঃ তাহারাত বা পবিত্রতা

ত্বাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন আমাদের উপর অর্পিত আরো একটি ফরজ দায়িত্ব। এটা প্রতিটি মুসলিম নর ও নারীর উপর ফরজ হয়। তাহারাত বা পবিত্রতা সর্বকালীন ফরজ নয়। শুধু বিশেষ কিছু ইবাদাত এবং বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ধরণের ত্বাহারাত বা পবিত্রতাকে ফরজ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ফিক্বহী পরিভাষাঃ বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে বুঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ফিক্বহী পরিভাষা জানা আবশ্যক। যথা..

১. তাহারাতঃ পবিত্রতাকে আরবীতে ত্বাহারাত বলা হয় আর অপবিত্রতাকে বলা হয় নাজাসাত।

২. নাজাসাতঃ নাজাসাত দুই প্রকার। আসল নাজাসাত (নাজাসাত হাক্বিক্বী) ও বিধিবদ্ধ নাজাসাত (নাজাসাত হুকমী)

৩. নাজাসাত হাক্বিক্বীঃ যে সব বস্তু আসল নাপাক এটাকে নাজাসাত হাক্বিক্বী বলে। যেমনঃ মল, মূত্র, রক্ত ইত্যাদি।

৪. নাজাসাত হুকমীঃ আসল নাপাক নয় তবে বিধিবদ্ধ ভাবে নাপাক ধরা হয় এমন নাপাককে বলা হয় নাজাসাত হুকমী তথা বিধিবদ্ধ নাপাক। যেমনঃ অযুহীন ব্যক্তি, জুনুবী (গোসল ফরজ হয়েছে এমন) ব্যক্তি, ইত্যাদি।

৫. হাদাছঃ ফিক্বহী পরিভাষায় নাজাসাত হুকমীকে বলা হয় হাদাছ। হাদাছ আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে। বড় হাদাছ ও ছোট হাদাছ তথা হাদাছ আকবার ও হাদাছ আসগার।

৬. হাদাছ আকবারঃ যে হাদাছ থেকে শুধু অযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায় এটাকে হাদাছ আসগার (ছোট হাদাছ) বলে।

৭. হাদাছ আসগারঃ যে হাদাছ থেকে শুধু অযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায় না বরং গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হয় এটাকে হাদাছ আকবার (বড় হাদাছ) বলে।

উল্লেখ্য তাহারাত বা পবিত্রতার দুটি ধাপ রয়েছে। যথাঃ বড় হাদাছ বা জানাবাত থেকে পবিত্রতা তথা ফরজ গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা আর ছোট হাদাছ থেকে পবিত্রতা তথা অযু করে পবিত্রতা অর্জন করা।

এ অধ্যায় পাঠ করে যে সব বিষয় জানা যাবে তা হচ্ছে..

- যে সব ইবাদাতের জন্য তাহারাত আবশ্যক
- অযু
- গোসল
- তায়াম্মুম
- নাজাসাত
- হাইদ্ব, নিফাস ও ইস্তিহাদ্বা

যে সব ইবাদাতের জন্য তাহারাত আবশ্যকঃ কোন কাজের জন্য কোন ধরণের তাহারাত প্রয়োজন হয় এ বিষয়গুলো একটু স্ববিস্তারে জেনে নেই। যেমন..

ক. স্বালাতঃ যে সব ইবাদাতের জন্য পরিপূর্ণ তাহারাত ফরজ করা হয়েছে এর অন্যতম একটি হচ্ছে স্বালাত। স্বালাত শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরিপূর্ণ তাহারাত। গোসল ফরজ থাকলে অবশ্যই গোসল করতে হবে আর গোসল ফরজ না হলে অযু করতে হবে। পরিপূর্ণ পবিত্রতা ব্যতীত স্বালাত শুদ্ধ হবে না। ইরশাদ হচ্ছে..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ (6)

হে মুঅমিনগণ! তোমরা যখন স্বালাতে দাঁড়াবে তখন..

- নিজ নিজ মুখমণ্ডল ধৌত করবে এবং কনুই পর্যন্ত উভয় হাত (ধৌত করবে,) তোমরা নিজ নিজ মাথা মাসেহ করবে আর কায়া'ব (টাখনু) পর্যন্ত পাও (ধৌত করবে।)
- আর তোমরা জুনুবী হলে (স্ত্রী সহবাস করলে বা বীর্যপাত ঘটালে) উত্তমরূপে পবিত্রতা হাসিল করবে (তথা গোসল করবে।)
- তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো আর মলমূত্র ত্যাগ করে (অযুর জন্য) অথবা নারী স্পর্শ করে (তথা সঙ্গম করে গোসলের জন্য) পানি না পাও (অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হও) তখন (অযু ও গোসলের বদলে) পবিত্র স্বাঈ'দ (মাটি, বালু, পাথর) দিয়ে তায়াম্মুম করবে তথা মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করে নেবে।

আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো কষ্ট চাপিয়ে দিতে চান না, তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের উপর তার নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা শোকর আদায় কর। (৫ মা-ইদাহঃ ৬)

আইন ও বিধানঃ সালাতের আগে অবশ্যই পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। কারণ সালাতের পূর্বশর্ত হচ্ছে পবিত্রতা। পবিত্রতা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না। তাই স্বালাত আদায়ের আগে পবিত্র অর্জন করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব।

স্বালাতের জন্য তাহারাতের ব্যাপারটিকে একেবারে স্পষ্ট করে বুঝার জন্য নিম্নে একটি হাদীছ উল্লেখ করা হল। বর্ণিত হচ্ছে..

عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه **قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ** صلى الله عليه وسلم **يَقُولُ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ .** رواه مسلم.

ইবনু উ'মার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল সা.কে বলতে শুনেছি "আল্লাহ্ (দুই ধরণের ইবাদাত) কবুল করেন না। (১) তাহারাত ব্যতীত স্বালাত আর (২) হারাম সম্পদ থেকে সাদাক্বাত"। (মুসলিম)

দলীল বিশ্লেষণঃ উপরে উল্লেখিত সূরাহ মাইদার ৬ষ্ঠ আয়াতে সালাতের আগে পবিত্রতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং উল্লেখিত আয়াত এবং বর্ণিত হাদীছ থেকে বুঝা যায় পরিপূর্ণ তাহারাত সালাতের পূর্বশর্ত। আর বিষয়টি যেহেতু আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত তাই এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই এবং দ্বিমতের কোনো সুযোগও নেই।
তবে আরো ২টি ইবাদাতের জন্য পবিত্রতার প্রয়োজন বলেও অনেক ইমাম থেকে মতামত পাওয়া যায়। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু অকাট্ট দলীল (আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত অথবা মুতাওয়াতির মানের হাদীছ) দ্বারা প্রমাণিত হয়নি তাই এতে ভিন্নমতের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং ভিন্নমত পাওয়াও যায়। যেমন..

খ. তাওয়াফঃ অধিকাংশ ইমামের মতে তাওয়াফের জন্যও পরিপূর্ণ তাহারাত আবশ্যক। অর্থাৎ গোসল ফরজ থাকলে গোসল করতে হবে নতুবা অযু করতে হবে এবং তারপর তাওয়াফ করবে। পরিপূর্ণ পবিত্রতা তথা অযু ব্যতীত তাওয়াফ শুদ্ধ হবে না। কারণ হাদীছে বর্ণিত আছে..

روى عبد الله بن عباس رضي الله عنه **أنَّ رسول الله** صلى الله عليه وسلم **قال :**
الطَّوافُ حولَ البيتِ مثلَ الصَّلاةِ، إلا أنَّكم تتكلَّمونَ فيهِ

আব্দুল্লাহ বিন আ'ব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেনঃ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সালাতের মত। তবে এতে কথা বলা যায়। (তিরমিযী। হাদীছটির সনদ সাহীহ।)

পর্যালোচনাঃ ইমাম নববী, ইমাম বাইহাক্বীসহ অনেকেই বলেছেন "এটা রাসূল সা.র হাদীছ নয় বরং বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে এটা ইবন আব্বাস রা.র নিজের কথা"। (এ কথাটির সূত্র ও হাওয়ালা নিম্নে আরবীতে দেওয়া আছে।)

ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم . رواه مسلم .(1297)

বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, আইশাহ রা. বলেনঃ নবী সা. তাওয়াফের আগে অযু করেছেন। আর মুসলিমের এক বর্ণনায় (১২৯৭) এসেছে নবী সা. বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের মানাসিক (ইবাদাতের নিয়ম কানুন) আমার থেকে শিখে নাও।

পর্যালোচনাঃ যারা বলেছেন তাওয়াফের জন্য অযু শর্ত নয় উনাদের কথা হচ্ছেঃ উল্লেখিত হাদীছ দুটি সাহীহ হলেও কোনো বিধানকে ফরজ বানানোর জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এমন হাদীছ দ্বারা বেশী থেকে বেশী সুন্নত বা মুস্তাহাব প্রমাণ করা যেতে পারে। (এ কথাটির সূত্র ও হাওয়ালা নিম্নে আরবীতে দেওয়া আছে।)

ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে আ'ইশাহ রা.র ঋতুস্রাব শুরু হলে রাসূল সা. বলেছেন "অন্য হাজীগণ যা করে তুমিও তাই করবে। তবে (স্রাব থেকে) পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওয়াফ করবে না।

পর্যালোচনাঃ যারা বলেছেন তাওয়াফের জন্য অযু শর্ত নয় উনাদের কথা হচ্ছেঃ উল্লেখিত হাদীছটি দ্বারা ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে তাওয়াফ করতে বারণ করা হয়েছে এবং স্রাব বন্ধ হওয়ার পর তাওয়াফ করতে বলা হয়েছে। এর সাথে অযুর কোনো সম্পর্ক নেই। (এ কথাটির সূত্র ও হাওয়ালা নিম্নে আরবীতে দেওয়া আছে।)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ অনেক ইমামের মতে তাওয়াফের জন্য অযু আবশ্যক হলেও ইমাম আবু-হানীফাহ, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহি.সহ কয়েকজন উলামার মতে তাওয়াফের জন্য অযু শর্ত নয়। বরং অযু ছাড়াও তাওয়াফ করা যাবে এবং তাওয়াফ হয়ে যাবে। কারণ উল্লেখিত দলীলসমূহ অযু ফরজ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

উপরে উল্লেখিত তাওয়াফ বিষয়ে বর্ণিত বিধান সমূহের আরবী টেক্সট হচ্ছে..

وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطاً للطواف .وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . وأجابوا عن أدلة القول الأول بالآتي :

أما حديث الطواف بالبيت صلاة فقالوا :لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما . قال النووي في المجموع :الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ,كَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْحُفَّاظِ اهـ .

وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه طاف متطهراً فقالوا :هذا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب فقط ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يَرِد أنه أمر أصحابه بذلك .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة :افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي فإنما منعها النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف لأنها حائض ، والحائض ممنوعة من دخول المسجد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عامّاً، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة، وقد قال : إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على

طهر . ... اهـ .

. (21 / 273) "مجموع الفتاوى"

গ. কুরআনের কপি স্পর্শ করাঃ কুরআনের কপি স্পর্শ করার জন্যও অযু আবশ্যক বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। দলীল হিসেবে উনারা উল্লেখ করেন..

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)

নিশ্চয় এটা হল সম্মানিত কুরআন, এটা (সংরক্ষিত) আছে সুরক্ষিত কিতাবে (লাউহে মাহফূজে) এটাকে স্পর্শ করে কেবল তারাই যারা পূত ও পবিত্র। (৫৬ ওয়াক্বিয়া'হঃ ৭৭-৭৯)

লক্ষণীয়ঃ এ তিন আয়াতে ৪টি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। বিষয়গুলো হচ্ছে..

৭৭ তম আয়াতের কুরআন কারীম শব্দটি, যার অর্থ সম্মানিত কুরআন (এখানে সুস্পষ্ট ভাবে কুরআনের কথা বলা হয়েছে)

৭৮ তম আয়াতের কিতাব মাকনূন তথা লাউহে মাহফূজ (এখানে সুস্পষ্ট ভাবে কিতাব মাকনূন তথা লাউহে মাহফূজের কথা বলা হয়েছে)

৭৯ তম আয়াতের এটাকে স্পর্শ করে কেবল তারাই যারা পূত ও পবিত্র।

এ আয়াতে এটাকে স্পর্শকারীদের ব্যাপারে খবর বা তথ্য দেয়া হয়েছে। তবে "এটা" শব্দ ব্যবহার করে কি বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। অর্থাৎ এব্যাপারে বিধানটি সুস্পষ্ট নয়। এখানে "এটা" সর্বনাম দ্বারা যেমন কুরআন বুঝা যায়, তেমনি লাউহে মাহফূজও বুঝা যায়। আর আরবী ব্যাকরণের নিয়ম (সর্বনাম সাধারণত তার নিকটতম শব্দকে বুঝিয়ে থাকে) মানা হলে লাউহে মাহফূজ বুঝার সম্ভাবনাই বেশী। তাই এ আয়াত সমূহের অর্থ কয়েক ভাবে বুঝা যেতে পারে। যেমন..

১. লাউহে মাহফূজে যে কিতাব রয়েছে এটাকে স্পর্শ করে কেবল তারাই যারা সৃষ্টিগত ভাবে পূত ও পবিত্র তথা ফিরিস্তারা। ফিরিস্তা ছাড়া অন্য কেউ এটা স্পর্শ করতে পারে না।
যারা এমন তাফসীর করেন উনাদের মতে মুসলিম কাফির নির্বিশেষে সকল মানুষই দুনিয়ায় থাকা কুরআনের কপি তথা মুস্বহাফ স্পর্শ করতে পারবে।
এমন মত পোষণকারীদের আরো একটি যৌক্তিক প্রমাণ হলঃ আল-কুরআন পাঠানো হয়েছে মানবজাতির হেদায়াত স্বরূপ। অর্থাৎ মানুষ এটা পড়বে, বুঝতে এবং এর বিধান মেনে জীবন যাপন করবে। আর কোনো কিতাব মানতে হলে প্রথমে এটা পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে।
যে বা যারা এ কিতাবের বিধান মেনে নিয়ে বাস্তব জীবন পরিচালিতে করবে তারাই হবে মুসলিম। এখন যদি মুসলিম না হলে কেউ এটা ধরতেই না পারে তবে পড়বে কিভাবে, বুঝবে কি ভাবে? সুতরাং "মুসলিম না হয়ে কেউ কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না" এমন বিধান কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায়।

২. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ লাউহে মাহফূজ থেকে কুরআন অবতীর্ণ করে কেবল তারাই যারা সকল প্রকার পাপ পঙ্কিলতা থেকে পূত ও পবিত্র তথা ফিরিস্তারা।

৩. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআনের যে কপি আমাদের হাতে বিদ্যমান আছে এটাকে স্পর্শ করবে শুধু তারাই যারা কুফর শিরক থেকে পবিত্র। অর্থাৎ সকল মুসলিম কুরআন স্পর্শ করতে পারবে যদিও তার অযু না থাকে বা সে জুনুবী হয়।
যারা এমন কথা বলেন তারা নিজেদের দলীল হিসেবে ওইসব হাদীছ উপস্থাপন করেন যেখানে বলা হয়েছে "মুঅমিন অপবিত্র হয় না"।

৪. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআনের কপিকে স্পর্শ করবে শুধু তারাই যারা জুনুবী নয় অর্থাৎ যাদের উপর গোসল ফরজ হয়নি। যারা এ তাফসীর করেছেন উনাদের মতে মুসলিম ব্যক্তি বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করতে পারবে যদি সে জুনুবী না থাকে।

৫. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআন স্পর্শ করবে শুধু তারাই যারা সকল প্রকার হাদাছ (অপবিত্রতা) থেকে পবিত্র। যারা এমন তাফসীর করেন উনাদের মতে বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করবে না

৬. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআন পাঠ করে কেবল তারাই যারা শিরক মুক্ত তথা তাওহীদে বিশ্বাসী। (অর্থাৎ আয়াতে স্পর্শ বলে পাঠ বুঝানো হয়েছে)

৭. উক্ত আয়াতের আরো একটি তাফসীর হচ্ছেঃ কুরআন পাঠের স্বাদ পায় তথা এর দ্বারা উপকৃত হয় কেবল তারাই যারা তাওহীদে বিশ্বাসী। সূত্রঃ এসব তাফসীর ও অভিমত তাফসীর কুরতুবী থেকে নেয়া হয়েছে।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ আয়াতের বর্ণনা যেহেতু সুস্পষ্ট নয়, তাই বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা নিয়ে ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ভিন্ন মতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ ব্যাপারে ইমামগণ থেকে ভিন্নমত পাওয়া যায়। যেমন..

- অধিকাংশ উলামার মতে কেউ বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করবে না। সাহাবাদের মাঝে আলী, ইবন মাসউ'দ, সায়া'দ বিন আবু-ওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যাইদ রাঃহুম এবং পরবর্তিদের মাঝে ইমাম জুহরী, ইবরাহীম নাখয়ী, হাম্মাদসহ আরো অনেক থেকে এমন অভিমত পাওয়া যায়। ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ইমাম শাফিয়ী' এবং ইমাম মালিক এ মতটি গ্রহণ করেছেন।
- ইবন আব্বাস, শায'বী গং আলিমগণের মতে বিনা অযুতে কুরআন স্পর্শ করা যাবে। ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ঈমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ এ মতটি গ্রহণ করেছেন। তবে আবু-হানীফাহ থেকে অন্য আরেকটি মতও পাওয়া যায়। অন্যমতে তিনি বলেছেনঃ বিনা অযুতে শুধু উপরের অংশ এবং ভিতরের খালি অংশ স্পর্শ করবে যেখানে লেখা থাকে না। কুরআনের লেখা অংশ অযু ছাড়া স্পর্শ করবে না। (উল্লেখিত সকল মতামত কুরতুবী থেকে আনা হয়েছে)
- কাগজে, কাপড়ে, পাথরে, টাইলসে বা অন্যকিছুতে কুরআনের আয়াত লিখা থাকলেও উল্লেখিত নিয়ম কার্যকর হবে।
- কোনো ফ্রেইমে কুরআনের আয়াত লিখা থাকলে ফ্রেইমের উপরে যদি আলাদা গ্লাস, পলিথিন বা অন্যকিছু থাকে তবে সকলের মতেই বিনা অযুতে ধরতে পারবে। আর যদি লেমিনিটিং মেশিন দিয়ে একেবারে লাগিয়ে দেয়া হয় তবে উল্লেখিত ভিন্নমত কার্যকর হবে।
- জুনুবী ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করবে না। তবে ইমাম মালিক বলেছেনঃ ঋতুবতী নারী কুরআন তিলাওয়াত করবে। দলীল হিসেবে তিনি বলেছেন যেহেতু কুরআন বা হাদীছে সরাসরি নিষেধ করা হয়নি এবং এতো দীর্ঘ দিন কুরআন থেকে দূরে থাকা একজন মুঅমিনের পক্ষে কল্যাণকর নয়। তাই ঋতুবতী নারী কুরআন পড়বে।
- যে সব নারী লাইব্রেরীতে বা প্রিন্টিং প্রেসে বা এমন স্থানে কাজ করেন যেখানে কাজের প্রয়োজনে তাকে কুরআনের কপি স্পর্শ করতে হয় এমন অবস্থায় অনেকের মতে ঋতুস্রাব অবস্থায় ধরতে পারবে আর অনেকের মতে হাতে গ্লভস (হাত মোজা) পড়ে নিতে হবে। (আল্লাহু আ'লাম)

পবিত্রতা অর্জনের উপায়ঃ পবিত্রতা অর্জনের মূল মাধ্যম হলো "অযু" ও "গোসল"। আর কোনো বৈধ কারণে অযু গোসল করতে সক্ষম না হলে "তায়াম্মুম"র মাধ্যমেও পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

এবার আসুন! অযু, গোসল ও তায়াম্মুম সম্পর্কে একটু স্ববিস্তারে জেনে নেই..

২০. অযু

আমাদের উপর অন্যতম আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো প্রয়োজনের সময় অযু করা। অযু সর্বকালীন ফরজ নয়। বরং যে সব ইবাদাতের জন্য অযু আবশ্যক বলে ক্বাত্বয়ী' (অকাট্ট) দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় শুধু ওই সকল কাজের জন্যই অযু ফরজ হয়। অযুর মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জিত হয়। আমাদেরকে অযুর আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

হে মুঅমিনগণ! তোমরা যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন নিজ নিজ মুখমণ্ডল ধৌত করবে এবং কনুই পর্যন্ত উভয় হাত (ধৌত করবে,) তোমরা নিজ নিজ মাথা মাসেহ করবে আর কায়া'ব (টাখনু) পর্যন্ত পাও (ধৌত করবে।) (৫ মা-ইদাহঃ ৬)

বিশেষ ইবাদাতের উদ্দেশ্যে পবিত্রতা অর্জনের জন্য অযু করতে হয়। সাধারণত মুখ মণ্ডল ধৌত করা, দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, মাথা মাসেহ করা এবং দুই পা কা'ব (টাখনু) পর্যন্ত ধৌত করার নাম অযু।

অযুতে নিয়ত করা এবং বিসমিল্লাহ বলা আবশ্যক। নিয়ত না করলে অযুর ছাওয়াব পাওয়া যায় না আর বিসমিল্লাহ না বললে অযুর বরকত হাসিল হয় না। এছাড়া কুল্লি করা, নাকে পানি দেয়া ও কান মাসেহ করা অযুর সুন্নত কাজ। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا - .متفق عليه.

উছমান রা. একদা অযুর পানি আনালেন তারপর (জনসম্মুখে অযু করতে শুরু করলেন। প্রথমে) তিনি উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করলেন তারপর কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং নাক ঝাড়লেন। তারপর ৩ বার মুখ মণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর ডানহাত কনুই পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করলেন। তারপর বামহাত এভাবেই ধৌত করলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন। তারপর ডান পা টাখনু পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করলেন। তারপর একই ভাবে বাম পা ধৌত করলেন। তারপর বললেনঃ আমি রাসুল সা.কে এভাবেই অযু করতে দেখেছি যে ভাবে আমি এখন অযু করলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

বিঃ দ্রঃ = অযুর অঙ্গসমূহ ১ বার ১ বার করেও ধৌত করা যায়, ২ বার ২ বার করেও ধৌত করা যায়, ৩ বার ৩ বার করেও ধৌত করা যায় আবার একই অযুতে কোনো অঙ্গ ১ বার কোনো অঙ্গ ২ বার এবং কোনো অঙ্গ ৩ বার করেও ধৌত করা যায়। এ সকল অযুই রাসূল সা. থেকে প্রমাণিত। তবে ৩ বার ৩ বার করে অযু করা উত্তম বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন..

عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة

আব্দুল্লাহ বিন যাইদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. একদা অযু করছিলেন (আর আব্দুল্লাহ দেখ ছিলেন) তিনি মুখ মণ্ডল ধৌত করেছেন ৩ বার, উভয় হাত ধৌত করেছেন ২ বার ২ বার করে, মাথা মাসেহ করেছেন (১ বার) আর উভয় পা ধৌত করেছেন ২ বার। (তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন হাদীছটি হাসান সাহীহ।)

অন্য বর্ণনায় এসেছে.. নবী সা. অযুর কোনো কোনো অঙ্গ ১ বার করে ধৌত করেছেন আর কোনো কোনো অঙ্গ ৩ বার করে ধৌত করেছেন।

(এতোটুকু বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিযী বলেছেন) কোনো কোনো আলীমগণ এমন করাকে অনুমোদিত বলেছেন। উনারা বলেছেনঃ অযুর কোনো অঙ্গ ১ বার, কোনো অঙ্গ ২ বার আর কোনো অঙ্গ ৩ বার করাতে কোনো সমস্যা হবে না।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ

- হানাফী ফিক্বহ মতে অযুর ফরজ ৪টি তথা মুখ মণ্ডল ধৌত করা, দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, এক চতুর্থাংশ মাথা মাসেহ করা আর দুই পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করা।
- মালিকী, শাফিয়ী' ও হাম্বলী ফিক্বহ মতে অযুতে নিয়ত করা ফরজ।
- কোনো কোনো ফিক্বহ মতে অযুতে বিসমিল্লাহ বলা, কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া ফরজ।

কোন কোন কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে যায় এবং নতুন করে অযু করতে হয়..

১. মলদ্বার অথবা মুত্রদ্বার দিয়ে কোনোকিছু বের হলে অযু নষ্ট হয়ে যায় এবং তখন (অযু প্রয়োজন হয় এমন কোনো ইবাদাতের জন্য) আবার নতুন করে অযু করতে হয়। অযুর ব্যাপারে বিধান দিয়ে মহান আল্লাহ তায়া'লা সুরাহ নিসার ৪র্থ আয়াতে বলেছেন..

অথবা তোমাদের কেউ যখন টয়লেট থেকে আসবে (তখন সে অযু করবে)	**أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ**

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ যেহেতু বিষয়টি আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত তাই এতে ভিন্নমতের কোনো সুযোগ নেই এবং কেও ভিন্নমত পোষণ করেননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ পেশাব পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপায়

ক. পেশাবঃ পেশাব করার পর পেশাবের নির্গমনস্থান ধৌত করা অথবা টিসু বা অন্যকিছু দিয়ে পরিষ্কার করা মুস্তাহাব।

খ. পায়খানাঃ পায়খানা করার পর মলদ্বারে লেগে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করতে হয় এবং স্বাভাবিক ভাবে পাথর, মাটি বা টিসু দিয়ে পরিষ্কার করাই যথেষ্ট তবে পানি দিয়ে ধৌত করা উত্তম। বর্ণিত হচ্ছে..

قوله ﷺإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزي عنه .رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحافظ الدارقطني :إسناده صحيح،

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ তোমাদের কেউ টয়লেটে গেলে সে যেন সঙ্গে ৩টি পাথর (৩টি মাটির ঢিলা বা ৩ টুকরা টিসু) নিয়ে যায় যার দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর এটুকুই তার জন্য যথেষ্ট হবে। (আহমাদ, আবু-দাউদ। হাদীছটি সাহীহ)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ পায়খানা করার পর ৩ টি পাথর বা ৩টি মাটির দলা অথবা ৩ পিস টিসু দিয়ে মলদ্বার মুছে নেওয়াই যথেষ্ট। তবে পানি দিয়ে ধৌত করা উত্তম। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

روى البخاري (150)ومسلم (271) **عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قال :كَانَ النَّبِيُّ** صلى الله عليه وسلم **إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَنَا وَغُلاَمٌ، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ ، يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ"** والْإِدَاوَة :إِنَاء صَغِير من جلد يتَّخذ للْمَاء ، كما في "فتح الباري "لابن حجر.(1/ 76)

আনাস বিন মালিক রা. বলেনঃ নবী সা. যখন হাজতের জন্য (পায়খানার জন্য) বের হতেন তখন আমি আর আরো একটি বালক এক ইদাওয়াহ পানি নিয়ে আসতাম। আর তিনি এ পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা (পরিচ্ছন্নতা হাসিল) করতেন। (বুখারীঃ ১৫০, মুসলিমঃ ২৭১) আর চামড়া দিয়ে বানানো ছোট পানির পাত্রকে ইদাওয়া বলা হয়।

পবিত্রতা অরজনের উপায়ঃ শরীরের কোনো অঙ্গে বা কাপড়ে পেশাব, পায়খানা বা অন্য নাজাসাত লেগে গেলে ধোয়ে পবিত্র করতে হয়। ধোয়ার পর এর চিহ্ন থেকে গেলেও সমস্যা হয় না।
মাটি, বালি বা পাথর তথা যেসব বস্তু সচরাচরভাবে ধোয়া যায় না এমন কিছুতে পেশাব, পায়খানা বা অন্য নাজাসাত লেগে যায় তবে এর আছর বা চিহ্ন মুছে গেলে এটাকে পবিত্র হিসেবে ধরা হবে।

২. রক্ত, পুঁজ ও বমিঃ শরীর থেকে রক্ত, পুঁজ, বমি ইত্যাদি বের হওয়ার কারণেও অযু নষ্ট হয়ে যাবে এবং এর পর (অযু প্রয়োজন হয় এমন কোনো ইবাদাত করতে হলে) আবার নতুন করে অযু করতে হবে। এটা হলো হানাফী ও হাম্বলীদের অভিমত। দলীল হিসেবে বর্ণিত হচ্ছে..

الأمر الثاني من نواقض الوضوء : سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم **قَالَ :مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ .أخرجه ابن ماجة .والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.**

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন যে ব্যক্তি (সালাতের ভিতর) বমি করল অথবা যার নাক থেকে রক্ত বের হল অথবা পিত্ত বমি করল সে যেন ফিরে গিয়ে অযু করে এবং কোনো প্রকার কথাবার্তা না বলে তারপর তার সালাত (যেখান থেকে চলে গিয়েছিল সেখান থেকেই) চালিয়ে যায়। (ইবনু মাজা। হাদীছটি দ্বাইফ)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ হানাফী মতে রক্ত বের হলেই অযু ভঙ্গ হবে না বরং রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে গেলে বা গড়িয়ে পড়লেই কেবল অযু ভঙ্গ হবে এবং বমি মুখ ভরে হলেই কেবল অযু ভঙ্গ হবে।
কিন্তু অন্য ইমামগণের মতে এসব কারণে অযু ভঙ্গ হবে না। কারণ হাদীছটি দ্বাইফ। আর দ্বাইফ হাদীছ বিধানের ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গণ্য হয় না।

৩. ঘুমঃ আসলে ঘুম অযু ভঙ্গের কারণ কী না? এ সম্পর্কে দুই ধরণের হাদীছ পাওয়া যায়। যথা..

لقوله صلى الله عليه وسلم **:العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ،** رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن،

এক বর্ণনায় রাসূল সা. বলেছেনঃ চোখ হলো মলদ্বারের প্রহরী (যতক্ষণ চোখ সজাগ থাকবে ততক্ষণ মলদ্বার দিয়ে কিছু বের হলে মানুষ এটা বুঝতে পারবে আর যখন চোখ ঘুমিয়ে পড়বে তখন মলদ্বার দিয়ে কিছু বের হলেও মানুষ বুঝতে পারবে না।) সুতরাং যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লো সে যেন অযু করে। (আহমাদ, ইবনু মাজা। হাদীছটি হাসান)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে..

لقول أنس :كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم **ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون** .رواه مسلم،

আনাস রা. বলেছেনঃ রাসূল সা.'র সাহাবাগণ (ইশার সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে করতে) ঘুমিয়ে পড়তেন এবং অতঃপর (রাসূল সা. চলে এলে উনারা) সালাত আদায় করতেন, উনারা আর অযু করতেন না। (মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ঘুম সম্পর্কে উপরে দুটি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। উপরের হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে ঘুমালে অযু নষ্ট হয়ে যাবে এবং এরপর (অযু আবশ্যক হয় এমন কোনো ইবাদাত করতে চাইলে) পুনরায় অযু করতে হবে। আর নীচের হাদীছ থেকে বুঝা যায় ঘুমালে অযু নষ্ট হবে না এবং এরপর (অযু আবশ্যক হয় এমন কোনো ইবাদাত করতে চাইলে) পুনরায় অযু করতে হবে না।
আসলে ঘুম অযু বিনষ্টকারী কী না এ সম্পর্কে উল্লেখিত দুই ধরণের বেশ কয়েকটি হাদীছ বিদ্যমান আছে। তাই আমাদের উচিত বিষয়টিকে সূক্ষ্ম ভাবে অনুধাবনের চেষ্টা করা আর এ অনুধাবনের নাম-ই হলো ফিক্বহ।

তাই আসুন! বিষয়টি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ চার ইমামের মতামত, বিশ্লেষণ এবং অনুধাবন সম্পর্কে জেনে নেই..
উপরের দুই প্রকার হাদীছ বিশ্লেষণ করে প্রসিদ্ধ চার ইমাম ঘুমকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা.. অতি সামান্য ঘুমা বা হালকা ঘুম আর গভীর ঘুম। অতঃপর উনারা মতামত দিয়েছেন "অতি সামান্য এবং হালকা ঘুমে অযু ভঙ্গ হবে না আর গভীর ঘুমে অযু বিনষ্ট হয়ে যাবে"। তবে হালকা ঘুম আর গভীর ঘুমের বিশ্লেষণ এবং সীমানা নির্ধারণে উনারা একমত হতে পারেননি। তাই আপনাদের বুঝার সুবিধার্থে বিষয়টিকে আমরা স্ববিস্তারে বর্ণনা করছি..

- শোয়ে ঘুমালে অযু ভেঙ্গে যাবে কারণ এটা গভীর ঘুম। এটা হলো প্রসিদ্ধ চার ইমামের সম্মিলিত মতামত।
- কোনো কিছুতে হেলান না দিয়ে চেপে বসে ঘুমালে অযু ভঙ্গ হবে না। এটাও চার ইমামের সর্ব সম্মত মত।
- দাঁড়ানো, রুকু, সিজদাহ তথা সালাতের অবস্থায় ঘুমালে ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃর মতে অযু ভঙ্গ হবে না। কারণ এমনভাবে ঘুমালে শরীরের অঙ্গসমূহ ঠিলা হয়ে যায় না। তাই ওই ব্যক্তি তার মলদ্বারের নিয়ন্ত্রণ হারায় না। সুতরাং বাতাস বের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ইমাম আহমদ রাহিঃ থেকেও এমন একটি মতামত পাওয়া যায়।
- ইমাম শাফিয়ী রাহিঃর মতে যদি কেও এমনভাবে ঘুমায় যে তার মলদ্বার উন্মুক্ত থাকে এবং যাতে বাতাস বের হওয়ার জন্য কোনো প্রকার প্রতিবন্ধক না থাকে তবে অযু বিনষ্ট হয়ে যাবে। যেমন রুকু, সাজিদাহ, দাঁড়ানো বা এমন এমনভাবে বসে ঘুমিয়েছে যে তার মলদ্বারের বায়ুপথ উন্মুক্ত রয়েগেছে তবে অযু ভেঙ্গে যাবে।
- কোনো ব্যক্তি যদি কোনোকিছুতে হেলান দিয়ে চেপে বসে ঘুমায় তবে ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃর মতে তার অযু বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এটা গভীর ঘুম। আর ইমাম শাফিয়ী' রাহিঃর মতে তার অযু ভঙ্গ হবে না। কারণ চেপে বসার কারণে বাতাস বের হবার সম্ভাবনা নেই।
- বিমান, রেলগাড়ি, বাস, কোচ বা কারের সিটে বসা অবস্থায় ঘুমালেও উল্লেখিত বিধান কার্যকর হবে। (যদিও আজকাল কোনো কোনো হানাফী আলীমও এসব বাহনে বসে ঘুমালে অযু ভঙ্গ হবে না বলে মতামত দিয়ে থাকেন)

গোসল

আমাদের উপর আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে জুনুবী হলে গোসল করা। গোসল ফরজ হয়ে গেলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। এমতাবস্থায় শুধু অযু করলে পবিত্রা অর্জন হয় না। আমাদেরকে গোসলের আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

আর তোমরা যদি জুনুবী হও তবে উত্তমরূপে পবিত্রতা হাসিল করবে (তথা গোসল করবে।) (৫ মা-ইদাহঃ ৬)	وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

গোসল ফরজ হওয়ার কারণসমূহঃ একজন পুরুষ এবং একজন নারী দুই ভাবে জুনুবী হতে পারে তথা যৌন ব্যাপারে দুই কারণে গোসল ফরজ হতে পারে। আর যৌন ব্যাপার ছাড়া অন্য কারণেও তথা হাইদ্ব ও নিফাস বন্ধ হওয়ার পরও গোসল ফরজ হয়। যে আলোচনা সামনে আসছে। গোসল ফরজ হওয়ার কারণসমূহ হচ্ছে..

কারণঃ ১ যৌন সঙ্গমঃ নারী ও পুরুষ যৌন সঙ্গম করলে উভয়ের উপর গোসল ফরজ হয় এবং এ অবস্থাকে জুনুবী বলা হয়। বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة رضي الله عنه **قال: قال رسول الله** صلى الله عليه وسلم **:إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جَهَدها، فقد وجب الغسل** **متفق عليه.زاد مسلم وإن لم يُنزِل**

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ পুরুষ যখন (সঙ্গমের জন্য) নারীর চার অঙ্গের (দুই পা ও দুই রানের) মধ্যখানে বসবে এবং তারপর (পুরুষের লিঙ্গ নারীর যোনিতে প্রবেশ করিয়ে সঙ্গমের) কাজ শুরু করবে তখন বীর্যপাত না হলেও (উভয়ের উপর) গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

উপরের হাদীছে বর্ণিত বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট ভাবে বুঝার জন্য নিম্নে আরো একটি হাদীছ উল্লেখ করা হল। বর্ণিত হচ্ছে..

عن عائشة رضي الله عنها **قالت :قال رسول الله** صلى الله عليه وسلم **إذا قعَد بين شُعَبِها الأربع، ثم مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسلُ** (رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وصححه، ولفظه) :**إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل.**

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ পুরুষ যখন (সঙ্গমের জন্য) নারীর চার অঙ্গের (দুই পা ও দুই রানের) মধ্যখানে বসবে এবং তারপর (পুরুষের লিঙ্গের অগ্রভাগ নারীর যোনি মুখের ভিতরে প্রবেশ করাবে আর) পুরুষের খিতান যখন নারীর খিতান স্পর্শ করবে তখন (উভয়ের উপর) গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে। (মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী। হাদীছটি সাহীহ।)

খিতান পরিচিতিঃ খিতান অর্থ খাতনার স্থান। সে মতে পুরুষের খাতনা করার সময়ে লিঙ্গের যে স্থানে অতিরিক্ত চামড়া কাটা হয় ওই স্থান হচ্ছে পুরুষের খিতান আর নারীদের খাতনা করার সময়ে যোনিমুখের যে স্থান থেকে অতিরিক্ত চামড়া কেটে ফেলা হয় ওই স্থান হচ্ছে নারীর খিতান।

পুরুষের খিতান হচ্ছে লিঙ্গের অগ্রভাগের পরে আর নারীর খিতান হচ্ছে যোনিমুখে। পুরুষের খিতান তখনই নারীর খিতান স্পর্শ করবে যখন লিঙ্গের অগ্রভাগ যোনিমুখের ভিতরে চলে যাবে। আর তখনই গোসল ফরজ হয়ে যাবে।

(খিতান সম্পর্কে আরো স্বিস্তারে জানতে চাইলে নীচের বিশ্লেষণটি দেখে নিন।)

খিতান বিশ্লেষণঃ আশা করি উপরের আলচনা থেকে খিতান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে। যারা এখনো খিতান বুঝতে পারেননি তারা চাইলে নীচের বিশ্লেষণ দেখে নিতে পারেন। নীচের অংশটুকু শুধু নিজে পড়ার জন্য। ক্লাসে বুঝানোর জন্য নয়।

উল্লেখ্য পুরুষের লিঙ্গ পাতলা আবরণ দিয়ে মোড়ানো থাকে এবং এ আবরণ লিঙ্গের সাথে যুক্ত থাকে তবে লিঙ্গের অগ্রভাগ আবরণ দিয়ে মোড়ানো থাকলেও এ আবরণ লিঙ্গের সাথে লাগানো থাকে না বরং আলাদা থাকে। পুরুষকে খাতনা করার সময়ে লিঙ্গের অগ্রভাগের নীচু রেখার গোড়া থেকে চামড়া কেটে ফেলা হয় তাই ওই নিচু রেখার গোড়ার অংশ হলো পুরুষের খিতান।

আর নারী যোনির উপরিভাগে চারটি ঠোট ও দুটি মুখ থাকে। বাইরের দুটি ঠোট বড় থাকে বিধায় একে বলা হয় বড় ঠোট এবং এ দুই ঠোটের সংযুক্ত স্থানকে বলা হয় যোনিদ্বার, যাকে আরবীতে বলা হয় "ফারজ খারিজ"। আর ভিতরের ঠোট দুটি তুলনামূলক ছোট থাকে বিধায় একে বলা হয় ছোট ঠোট এবং এ দুই ঠোটের সংযুক্ত স্থানকে বলা হয় যোনিমুখ, যাকে আরবীতে বলা হয় "ফারজ দাখিল"। (ফারজ দাখিলের সাথে হানাফী মাযহাবের কিছু মাস আসআলা জড়িত রয়েছে।) যোনিমুখের উপরে অতিরিক্ত কিছু চামড়া থাকে, কারো বেশী আর কারো কম। যে সব নারী খাতনা করে তাদের ওই অতিরিক্ত চামড়া কেটে ফেলা হয়। তাই যোনিমুখের ওই চামড়া হচ্ছে নারীর খিতান।

সঙ্গম কালে পুরুষের খিতান নারীর খিতানকে তখন-ই স্পর্শ করবে যখন পুরুষের লিঙ্গের অগ্রভাগ নারীর যোনিমুখ অতিক্রম করে যোনি পথে ঢুকে যাবে আর তখন-ই নারীপুরুষ উভয়ের উপর গোসল ফরজ হয়ে যাবে।

কারণঃ ২ বীর্যপাতঃ মানুষ জুনুবী হওয়ার ২য় কারণ হচ্ছে বীর্যপাত অর্থাৎ সঙ্গম ব্যতীত অন্যভাবে বীর্যপাত ঘটলে বা ঘটালে গোসল ফরজ হয়ে যায়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله تعالى عنه **قال: قال رسولُ الله ﷺ: الماء من الماء.** رواه مسلمٌ،

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ "পানি পানির কারণে"। (মুসলিম)

অর্থাৎ পুরুষের লিঙ্গ অথবা নারীর যোনি থেকে যৌবনের পানি বের হলে তথা বীর্যপাত হলে পবিত্রতার জন্য পানি ব্যবহার করা তথা গোসল করা আবশ্যক হয়।

উল্লেখ্য পুরুষ ও নারীর যৌনাঙ্গ থেকে দুই ধরণের পানি বের হয়। এর একটি হলো যৌনরস যাকে আরবীতে "মাযী" আর উর্দুতে "মযী" বলা হয়। আর অপরটি হলো যৌবনের পানি বা বীর্য যাকে আরবীতে বলা হয় "মানী" আর উর্দুতে বলা হয় "মনী"।

মাযী পরিচিতিঃ মাযী বা মযী হচ্ছে যৌনরস যা সঙ্গমকালে নারী-পুরুষ উভয়ের যৌনাঙ্গ থেকে অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় ধীরে ধীরে বের হয় এবং যোনি পথকে পিচ্ছিল করে রাখে যাতে যৌন মিলন আরো বেশী তৃপ্তিদায়ক ও আনন্দময় হয়। মযীর নির্গমন যৌন উত্তেজনাকে আরো তীব্র করে তুলে এবং দেহ মনে যৌবনের উন্মাদনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

মানী পরিচিতিঃ মানী বা মনী হচ্ছে নারী-পুরুষের বীর্য যা চরম উত্তেজনা শেষে তীব্র বেগে বের হয়। বীর্য বের হওয়ার মাধ্যমে নারী ও পুরুষের যৌন উত্তেজনার সমাপ্তি ঘটে এবং দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

ফিক্বহী বিধানঃ কোনো কারণে দেহে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হলে নারী ও পুরুষ উভয়ের-ই মযী বের হয় এবং মযী বের হলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। আর যৌন বিষয়ক কল্পনা, একে অপরকে স্মরণ, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মানষিক আকর্ষণ, হস্তমৈথুন, ইত্যাদি যে কোনো কারণে নারী বা পুরুষের মনী বের হয়ে গেলে তথা বীর্যপাত ঘটলে গোসল ফরজ হয়ে যায়।

বিঃ দ্রঃ = হস্তমৈথুন অবৈধ কাজ এবং এটি একটি বাজে অভ্যাস। হস্তমৈথুন মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। হস্তমৈথুনের মাধ্যমে পুরুষ তার যৌবন হারায় আর নারী নষ্ট করে তার ত্বকের লাবন্যতা ও যৌবনের তৃপ্তি। সাথে পাপ এবং নানা যৌন রোগ তো আছেই। তাই এমন বদ-অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি।

কারণঃ ৩ স্রাব বন্ধ হওয়াঃ গোসল ফরজ হওয়ার আরো একটি কারণ হচ্ছে হাইদ্ব বা নিফাস বন্ধ হয়া। মহিলাদের ঋতুস্রাব (হাইদ্ব) অথবা সন্তান প্রসব সংলগ্ন স্রাব (নিফাস) বন্ধ হবার পর পবিত্রতা হাসিলের জন্য গোসল করতে হয় এবং এটাও ফরজ গোসল। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে..

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)

পটভূমিঃ ইয়াহুদ সমাজে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে নানা কুসংস্কারের প্রচলন ছিল। কিছু মানুষ তাদের সম্পূর্ণ আলাদা করে দিত আর কেউ কেউ মলদ্বারে সঙ্গম করত। সাহাবাগণ তাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলে নাযিল হয়..

(হে নবী!) লোকজন তোমার কাছে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে জানতে চায়, বলে দাওঃ এটা বড়ই নোংরা/কষ্টকর (অবস্থা।) সুতরাং স্রাব চলাকালীন সময়ে তোমরা নারী (সঙ্গম) থেকে বিরত থাকবে, (স্রাব থেকে) পবিত্র হওয়া পর্যন্ত (সঙ্গমের জন্য) তাদের কাছে যাবে না। তারা যখন (স্রাব থেকে) উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদের সাথে সঙ্গম করবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে (তথা যোনি পথে, মলদ্বারে নয়। আর স্রাব অবস্থায় সঙ্গম করে ফেললে তাওবাহ করবে) নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাওবাহ করে, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। (২ বাক্বারাহঃ ২২২)

আইন ও বিধানঃ ঋতুকালে নারীর যোনি নোংরা থাকে, এ অবস্থায় সঙ্গম করলে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম করা বৈধ নয়। তবে সঙ্গম ব্যতীত অন্য সব (যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন, ইত্যাদি) বৈধ আছে। স্রাব পরিপূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেলে (তথা সাদা স্রাব দেখা গেলে) নারী প্রথমে গোসল করবে এবং এ গোসল নারীর ফরজ দায়িত্ব। গোসলের পর ওই নারীর সাথে সহবাস করা যাবে।

ঋতুবতী নারীর সাথে সহবাস করলে ১ দিনার (৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ বা সমমূল্য) বা আধা দিনার সাদাক্বাহ দিতে হয়। স্বামী-স্ত্রী সহবাসকালে ইচ্ছামত নানা পদ্ধতি গ্রহণ করে আনন্দ করা অবৈধ নয়। তবে সঙ্গম করতে হবে যোনি পথে, মলদ্বারে সঙ্গম করা বৈধ নয়।

গোসলের পদ্ধতিঃ পবিত্রতা হাসিলের নিয়তে সমস্ত শরীর ধৌত করার নাম গোসল।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ হানাফী মতে গোসলে কুল্লি করতে হয় এবং নাকে পানি দিতে হয়, এ ছাড়া গোসল শুদ্ধ হয় না। হানাফী মতে নিয়ত না করলেও গোসল হয়ে যায়। অন্য তিন ফিক্বহ মতে গোসলে নিয়ত করা ফরজ। তবে কোনো কোনো ফিক্বহ মতে কুল্লি করা বা নাকে পানি দেওয়া ফরজ নয়।

গোসলের সুন্নাহ পদ্ধতিঃ প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে তারপর যৌনাঙ্গ ধৌত করবে তারপর অযু করবে তারপর সমস্ত শরীর ধৌত করবে। বর্ণিত হচ্ছে..

عن عائشة رضي الله عنها :كانَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, জানাবতের গোসল করতে গিয়ে রাসূল সা. প্রথমে উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধৌত করতেন তারপর ডান হাতে পানি ঢেলে বাম হাত দিয়ে ঘষিয়ে লজ্জাস্থান ধৌত করতেন তারপর সালাতের অযুর মত অযু করতেন তারপর এক হাতে পানি ঢেলে অন্য হাতের আঙ্গুল দিয়ে চুলের গোঁড়ায় পানি পৌঁছাতেন, যখন নিশ্চিত হয়ে যেতেন যে চুলের গোঁড়ায় পানি পৌঁছেগেছে তখন তিনবার মাথায় পানি ঢালতেন তারপর সমস্ত শরীর ধৌত করতেন এবং সবশেষে উভয় পা ধৌত করতেন। (মুসলিমঃ ৩১৬)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ ফরজ গোসলের সময়ে মাথার চুল ধৌত করার ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর ব্যাপারে বিধানের ভিন্নতা রয়েছে। চুল যেহেতু নারীর সৌন্দর্যের বাহার তাই এ ব্যাপ্রে নারীকে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। ফরজ গোসলের সময়ে পুরুষকে মাথার চুল খুলে ধৌত করতে হবে আর নারীগণ ইচ্ছা করলে চুল না ভিজিয়ে শুধু মাথা ধুয়ে নিলেই চলবে। বর্ণিত হচ্ছে..

لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ :لا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ .أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

উম্মু সালামাহ রা. একদা রাসূল সা.কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেনঃ আমি সাধারণত আমার মাথার চুলকে শক্ত বেনী করে রাখি। জানাবতের গোসলের জন্য কী আমার চুল খুলতে হবে? রাসূল সা. বললেনঃ না.. (তোমার চুলের বেনী খুলতে হবে না। বরং) তুমি তিনবার মাথায় পানি ঢালবে অতঃপর শরীর ধৌত করবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট আর এভাবেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। (মুসলিম)

বিঃ দ্রঃ = অযু ও গোসলে পবিত্রতা হাসিলের জন্য পানি ব্যবহার করা হয়।

তায়াম্মুম

আমাদের উপর আরো একটি ফরজ দায়িত্ব হলো পানি ব্যবহারে সক্ষম না হলে অযু বা গোসলের বদলে তায়াম্মুম করা। মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

আর তোমরা যদি অসুস্থ হও অথবা সফরে থাকো আর মলমূত্র ত্যাগ করে (অযুর জন্য) অথবা নারী স্পর্শ করে (তথা সঙ্গম করে গোসলের জন্য) পানি না পাও (অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হও) তবে (অযু ও গোসলের বদলে) পবিত্র স্বাঈ'দ (পৃথিবীর উপরি ভাগ, মাটি, বালু, পাথর, ইত্যাদি) দিয়ে তায়াম্মুম করবে তথা মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে। (৫ মা-ইদাহঃ ৬)

তায়াম্মুম করার সুন্নাহ পদ্ধতিঃ তায়াম্মুম দুই ভাবে বা দুই পদ্ধতিতে করা যায়। যথা..

১ম পদ্ধতিঃ তায়াম্মুমের নিয়তে মাটিতে একবার হাত স্পর্শ করে ওই হাত দিয়ে মুখ মণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে। এ তায়াম্মুম-ই পবিত্রতা হাসিলের জন্য যথেষ্ট। বর্ণিত হচ্ছে..

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما **قال: بعثني النبي ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه** (متفق عليه، واللفظ لـ مسلم.

আ'ম্মার বিন ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূল সা. আমাকে এক কাজে পাঠালেন, এক পর্যায়ে আমি জুনুবী হয়ে গেলাম আর (গোসল করার জন্য) পানিও খুঁজে পেলাম না। (তায়াম্মুমের ব্যাপারে আমার জানা ছিল কিন্তু তায়াম্মুমের পদ্ধতি জানা ছিল না) তাই আমি স্বাঈদ (পৃথিবীর উপরি ভাগ তথা মাটি বা বালি)র মধ্যে এমনভাবে গড়াগড়ি খেলাম যেমন গড়াগড়ি খায় দাব্বাহ (পশু/কীট। তারপর সালাত আদায় করলাম) ফিরে এসে আমি রাসূল সা.র কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করলাম। তিনি বললেনঃ তোমার জন্য এমন করাই যথেষ্ট হত (এই বলে) তিনি উভয় হাত একবার মাটিতে রাখলেন তারপর এক হাত দিয়ে অন্য হাত কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করলেন এবং মুখ মণ্ডল মাসেহ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

২য় পদ্ধতিঃ তায়াম্মুমের নিয়তে মাটিতে হাত স্পর্শ করে এ হাত দিয়ে মুখ মণ্ডল মাসেহ করবে, পুনরায় মাটিতে হাত স্পর্শ করে এ হাত দিয়ে দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে। এটা হলো তায়াম্মুমের ২য় পদ্ধতি। বর্ণিত হচ্ছে..

عن ابن عمر رضي الله عنهما **قال: قال رسول الله** صلى الله عليه وسلم **التيمُّم ضربتانِ: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المِرْفقينِ؛** رواه الدارقطني

ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ তায়াম্মুম হচ্ছে দুইবার হাত মারা। একবার মুখ মণ্ডল মাসেহ করার জন্য আর একবার দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার জন্য।

সূত্রঃ দার কুতনী। হাদীছটি দুই ভাবে বর্ণিত হয়েছে। (১) মারফু' সনদে রাসূল সা.র বাণী হিসেবে (২) মাওকুফ সনদে আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.র বাণী হিসেবে। মারফু' সনদে হাদীছটি দ্বাইফ, মানে বিধান প্রমাণের জন্য নির্ভরযোগ্য নয়। আর মাওকুফ সনদে (আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.র বাণী হিসেবে) সাহীহ।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ

- তায়াম্মুমের ২য় পদ্ধতিটি হচ্ছে হানাফী, শাফিয়ী' এবং মালিকী ফিক্বহের ইমামগণের পছন্দনীয় পদ্ধতি।
- ইমাম আহমাদ রাহিঃ তায়াম্মুমের ১ম পদ্ধতিতে পছন্দ করেছেন এবং বলেছেন এটাই যথেষ্ঠ।
- পানি না পেলে বা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হলে অথবা পানি ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলে অযু ও গোসলের বদলে তায়াম্মুম করতে হয়।
- মাটি, বালি, পাথর অথবা এসব দিয়ে বানানো বস্তু (ইট, টাইলস, দেয়াল ইত্যাদি) দিয়ে তায়াম্মুম করা যায়।
- অযু ও গোসলের তায়াম্মুম এক-ই রকম হয় এবং একই ভাবে করতে হয়, শুধু নিয়ত ভিন্ন।

- অযু, গোসল ও তায়াম্মুমের মাধ্যমে মানুষের শরীর পবিত্র হয়। আর সালাত আদায়ের জন্য শরীরে পোশাক এবং সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্র হতে হয়। এমনকি জুতা বা মোজা পরিধানরত অবস্থায় সালাত আদায় করলে শরীরে লেগে থাকা জুতা এবং মোজাও পবিত্র হতে হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ নাজাসাত

নাজাসাত পরিচিতিঃ নাজাসাত অর্থ নাপাক, অপবিত্র। ইসলামী রীতি মতে এমন কিছু ইবাদাত রয়েছে যা পালন করার সময়ে পবিত্রতা হাসিল করতে হয় তথা পবিত্র হয়েই এসব কাজ করতে হয়। যেমন..

- সূরাহ মাইদাহর ৬ষ্ঠ আয়াতে অযু, গোসল ও তায়াম্মুমের কথা বলা হয়েছে
- সূরাহ মুদ্দাচ্ছিরের ৪র্থ আয়াতে কাপড়/পোশাক পবিত্র করার কথা বলা হয়েছে,
- হাদীছে যমীন পাক এবং জোতা পাকের কথা বলা হয়েছে, ইত্যাদি।।

নাজাসাতের প্রকার ভেদঃ নাজাসাত সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে। যথা..

- **নাজাসাত হাক্বিক্বী বা আসল নাজাসাতঃ** ইসলামী শারীয়া'হ যে সব বস্তুকে বস্তুগত ভাবে নাপাক হিসেবে চিহ্নিত করেছে এসব বস্তু হলো নাজাসাত হাক্বিক্বী বা আসল নাজাসাত। (যেমনঃ পেশাব, পায়খানা)
- **নাজাসাত হুকমীঃ** যে বস্তু আসলে নাজাসাত নয় তবে বিশেষ ইবাদাতের জন্য বিশেষ ভাবে পাক করতে হয় একে বলা হয় নাজাসাত হুকমী তথা বিধিবদ্ধ অপবিত্র। (যেমনঃ জুনুবী মানুষ)

নাজসাত হাক্বিক্বীর বিধানঃ নাজাসাত হাক্বিক্বী বস্তুটি নিজেও অপবিত্র এবং অন্যকেও অপবিত্র বানায় অর্থাৎ ওই বস্তু যেখানে লাগে সেখানকেও অপবিত্র বানিয়ে ফেলে। এমন কোনোকিছু লাগানো শরীর, কাপড় বা স্থান অপবিত্র হিসেবেই বিবেচিত হবে। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم **فقالت يا رسول الله؛ إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال :يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره** .رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني.

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, একদা খাওলাহ বিনত ইয়াসার রা. নবী সা.'র কাছে এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি মাত্র কাপড় আছে, আমি স্রাব অবস্থায়ও ওই কাপড়ই পরিধান করে থাকি (এবং কাপড়ে প্রায়ই স্রাবের রক্ত গেলে যায়) এখন আমি কী করব? নবী সা. বললেনঃ স্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর তুমি কাপড়টি ধোয়ে নেবে অতঃপর এ কাপড় পরেই সালাত আদায় করবে। খাওলাহ বললেনঃ রক্তের দাগ যদি না যায়? নবী সা. বললেনঃ রক্ত ধোয়ে ফেলাই যথেষ্ট হবে, রক্তের দাগ কোনো ক্ষতি করবে না।

(আবু-দাউদ, আহমদ। হাদীছটি সাহীহ)

নাজাসাত হাক্বিকী যুক্ত বস্তু নিয়ে সালাত শুদ্ধ হবে না। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم **يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ، أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ** صلى الله عليه وسلم **صَلَاتَهُ، قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ** صلى الله عليه وسلم **إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي**

فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.

رواه أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو داود في السنن

قال عنه الحاكم في المستدرك :هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي، كما صححه الألباني

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রা. বলেনঃ একদা রাসূল সা. (সাহাবাদেরকে নিয়ে) সালাত আদায় করছিলেন (উল্লেখ্য তখনকার দিনে নবী সা. এবং সাহাবাগণ জোতা পায়ে রেখেই মসজিদে স্বালাত আদায় করতেন। স্বালাত রত অবস্থায়-ই) হঠাৎ তিনি পায়ের জোতা খুলে বাম পাশে রেখে দিলেন। রাসূল সা.'র কান্ড দেখে অন্যরাও নিজ নিজ জোতা খোলে ফেললেন। সালাত সমাপ্ত করার পর রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কেন জোতা খোলে রেখেছো? লোকজন বললঃ আমরা দেখলাম আপনি জোতা খোলে ফেলেছেন তাই আমরাও খুলেছি। রাসূল সা. বললেনঃ জীবরীল আ. এসে আমাকে বললেনঃ আমার জোতার নীচে নাপাকি রয়েছে তাই আমি খুলে ফেলেছি। অতঃপর রাসূল সা. বললেনঃ তোমরা যখন মসজিদে আসবে তখন জোতার তলা দেখে নিবে, তাতে কোনো নাপাকি দেখলে মুছে নেবে এবং এ জোতা পরেই সালাত আদায় করবে। (আহমদ, আবু-দাউদ। হাদীছটি সাহীহ)

উল্লেখ্য জোতা পায়ে মসজিদে যাওয়া এবং জোতা পায়ে সালাত আদায় করা সাহাবাদের সময়ে সাধারণ রীতি ও প্রথা ছিল।

প্রতিটি হাক্বিক্বী নাজাসাতই অপবিত্র হয়ে থাকে এবং এসব নাজাসাত যে বস্তুতে যুক্ত হয় বা মিশ্রিত হয় বা যে বস্তুর সাথে লেগে যায় এসব বস্তুও অপবিত্র হয়ে যায়। এমন সব অপবিত্র বস্তুকে ধোয়ে পবিত্র করতে হয় আর ধোয়া সম্ভব না হলে (যেমন যমীন, কার্পেট, ইত্যাদি) অপবিত্র স্থানে পানি ঢালতে হয় অথবা ঘষে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হয়।

দিরহাম পরিমাণঃ প্রতিটি নাজাসাত-ই এক দিরহাম পরিমাণ মাফ হয়ে থাকে। অর্থাৎ শরীরে বা কাপড়ে অথবা অন্য কোথাও নাজাসাত লেগে থাকলে এটা যদি দিরহাম প্রিমান বা এরচেয়ে কম হয় তবে এটা মাফ হয়ে থাকে মানে এ বস্তুকে নাপাক হিসেবে ধরা হয় না। আর এবচেয়ে বেশী হলে নাপাক হিসেবে ধরা হয়। ফিক্বহী কিতাবাদিতে এমন একটি বিধান পাওয়া যায়। তবে এর দলীল খুঁজতে গিয়ে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। দলীল হিসেবে যা পেয়েছি তা আপনাদের সামনে পেশ করা হল..

ومن أهل العلم من قدر ذلك **بقدر الدرهم** وحجتهم حديث أخرجه الدارقطني في سننه عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة **عن أبي هريرة عن النبي**ﷺ **قال تعاد الصلاة في قدر الدرهم من الدم وفي لفظ إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة.**

قال البخاري رحمه الله :حديث باطل، وروح هذا منكر الحديث .وقال ابن حبان رحمه الله :هذا حديث موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله ﷺ **- ولكن اخترعه أهل الكوفة وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات .وذكره ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات**

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. বলেছেনঃ (কোনো ব্যক্তি যদি তার শরীরে বা কাপড়ে রক্ত নিয়ে সালাত আদায় করে থাকে তবে) রক্ত দিরহাম পরিমাণ হলে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। (আর দিরহামের চেয়ে কম হলে পুনরায় পড়তে হবে না) অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ কাপড়ে যদি দিরহাম পরিমাণ রক্ত লেগে থাকে তবে কাপড় ধৌত করতে পুনরায় সালাত আদায়

করতে হবে। (দার ক্বুতনী। ইমাম বুখারী বলেছেন হাদীছটি বাতিল। ইমাম ইবনু হিব্বান বলেছেনঃ মাওদ্বু'। তিনি বলেছেন ড়তা কুফাবাসীর রটনা। ইবনু-ল-জাওযীও হাদীছটিকে মাওদ্বু' বলেছেন।)

আসলে উপরে বর্ণিত হাদীছটি দলীল হবার যোগ্য নয়। তবে মুখতাস্বার আল-ত্বাহাওয়ী এবং কিতাবু-ল-আছার ইত্যাদি কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখা হয়েছেঃ দিরহামের পরিমাণ আসলে (হাদীছ থেকে নয় বরং) কিয়াস থেকে হয়েছে। আর কিয়াসটি হলঃ পায়খানা করার পর পাথর বা মাটির ঢিলা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যায় বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আর এমন ভাবে পবিত্রতা অর্জন করলে মলদ্বারে অপবিত্রতার প্রলেপ বা চিহ্ন থেকে যায়। আর এ অংটির আয়তন সাধারণত দিরহাম পরিমাণ হয়ে থাকে। যেমন..

في شرح مختصر الطحاوي للرازي وأما مقدار الدرهم فإنه تقدير لموضع الاستنجاء لأنهم كانوا يستنجون ويستبرؤن فقدروا الموضعين جميعا بالدرهم وهذا اجتهاد قال إبراهيم النخعي أرادوا أن يقولوا مقدار المقعدة فاستفحشوا فقالوا مقدار الدرهم (انتهى .بواسطة حاشية أبي الوفاء الأفغاني على كتاب الآثار لمحمد بن الحسن.(408 \1)

নাজাসাত হুকমীর বিধানঃ নাজাসাত হুকমী নিজে অপবিত্র হলেও অন্যকে অপবিত্র বানায় না অর্থাৎ জুনুবী ব্যক্তি আসলে অপবিত্র নয় বরং শুধুই বিধানগত কারণে তাকে অপবিত্র ধরা হয়। তাই তাকে স্পর্শ করলে অন্য কেই বা অন্যকিছু অপবিত্র হবে না। যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)

মুঅমিনগণ! (শোনো! কাফির) মুশরিকরা অবশ্যই অপবিত্র। তাই (তোমরা এমন ব্যবস্থা নেবে) যেন এ বছরের পর তারা আর মাসজিদ হারামের (তথা মক্কার) কাছে আসতে না পারে। আর তোমরা (যদি মনে কর এমন ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে তোমাদের পর্যটন ও ব্যবসা-বানিজ্য কমে যাবে এবং এর ফলে তোমরা) অভাব-অনটনে পড়ে যাবে তবে (জেনে রাখো!) আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজ দয়ায় তোমাদেরকে ধনী বানিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী। (৯ তাওবাহঃ ২৮)

আইন ও বিধানঃ কাফির ও মুশরিকরা আইনগতভাবে নাজাস তথা অপবিত্র। তাদের জন্য মসজিদু-ল-হারাম তথা মক্কার সীমানায় প্রবেশ করা নিষিদ্ধ এবং তাদেরকে মক্কার সীমানা থেকে ফিরিয়ে রাখা ইসলামী সরকার ও মুসলিম সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ মুশরিকরা নাজাস হলেও তাদের এ নাজাসাত বা অপবিত্রতা শুধুই বিধানগত। তারা নাজাসু-ল-আইন বা নাজাসাত হাক্বিক্বী তথা বস্তুগত নাপাক নয়। তাই তো কোনো মুশরিকের সাথে করমর্দন অথবা কোনো মুশরিকের স্পর্শ বা ছোঁয়া আপনাকে অপবিত্র বা নাপাক বানাবে না।

জ্ঞাতব্যঃ আজকাল মুসলিম নামধারী অনেক ব্যক্তি বা দেশ দরিদ্রতার ভয়ে কাফির ও কুফরকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। আসলে তাদের উচিত ছিল শুধু-ই আল্লাহর উপর ভরসা করা।

কয়েকটি হাক্বিক্বী নাজাসাতঃ নিম্নে কয়েকটি হাক্বিক্বী নাজাসাতের তালিকা এবং বিধান উল্লেখ করা হল..

১. রক্তঃ রক্ত বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মানুষ অথবা পশুপাখির শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত রক্ত এবং এসবের মাংসের সাঙ্গে মিশে থাকা রক্ত। জলজ প্রাণী অথবা কীটপতঙ্গের দেহের রস আসলে রক্ত নয়।

রক্ত মুলত একটি অপবিত্র বস্তু তথা নাজাসাত হাক্বিক্বী। রক্ত বস্তুটি অপবিত্র এবং এটি অন্য বস্তুকেও অপবিত্র করে ফেলে। শরীরে, কাপড়ে বা অন্যকিছুতে রক্ত লাগলে যে অংশে রক্ত লাগবে ওই অংশ অপবিত্র হয়ে যাবে এবং পবিত্রতা হাসিলের জন্য এ রক্ত ধোয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তবে মূল রক্ত ধোয়ে ফেলার পর রক্তের দাগ লেগে থাকলে সমস্যা নেই। যেমনটি বলা হয়েছে একটু উপরে খাওলাহ বিনত ইয়াসার বর্ণিত আবু-দাউদ ও আহমদের হাদীছে।

২. পেশাবঃ মানুষের পেশাব মুলত অপবিত্র বস্তু তথা নাজাসাত হাক্বিক্বী। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ استَنْزِهُوا من البول فإنَّ عامَّة عذاب القبر منه . رواه الدَّارقطني.وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد.

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ তোমরা পেশাব থেকে সাবধান থাকবে। কারণ সাধারণত এজন্য করবে আযাব হয়ে থাকে। (দার ক্বুতনী, হাকিম। হাদীছটি সাহীহ)
উল্লেখ্য হারাম প্রাণীর পেশাবকেও মানুষের পেশাবের মত নাজাসাত হিসেবে ধরা হয়।

পেশাব করার আদবঃ সাধারণত বসে পেশাব করতে হয়। এটা হচ্ছে পেশাব করার আদব। নবী সা. এবং সাহাবাগণ সাধারণত বসেই পেশাব করতেন। বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا .رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُد، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ :هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ.

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ কেও যদি তোমাদেরকে বলে যে নবী সা. দাঁড়িয়ে পেশাব ক্রেছেন তবে তাকে বিশ্বাস করবে না। তিনি কেবল বসেই পেশাব করতেন। (আবু-দাউদ ছাড়া বাকি ৫টি কিতাবে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে)

তবে প্রয়োজনে দাড়িয়েও পেশাব করা যায়। যেমন বর্ণিত হচ্ছে..

وَعَنْ حُذَيْفَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ :ادْنُهْ، فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ .رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

হুজাইফাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. একদা আবর্জনা ফেলার জায়গায় গেলেন এবং দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। (আমি পানির পাত্র নিয়ে পিছে পিছে যাচ্ছিলাম। তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করছেন দেখে) আমি একটু পিছনে চলে এলাম। (পেশাব শেষ করার পর) তিনি বললেনঃ কাছে আসো। আমি কাছে এসে উনার দুই গোড়ালির মধ্যখানে দাড়ালাম। (আমি পানি ঢেলে দিলাম) তিনি অযু করলেন এবং উভয় মোজা মাসেহ করলেন। (বুখারী, মুসলিমসহ প্রায় সকল কিতাবেই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে)

৩. পায়খানাঃ মানুষের পায়খানা ও মুলত হাক্বিক্বী নাজাসাত হিসেবে গণ্য হয়। কারণঃ পায়খানা করার পর এটাকে পরিষ্কার করার তাগিদ দিয়ে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে কুরআনেও আয়াত নাযিল হয়েছে। তাই কুরআন ও হাদীছের ইঙ্গিত থেকে এমনই বুঝা যায়।

৪. মনি বা বীর্যঃ আসলে বীর্য পবিত্র না অপবিত্র এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, নবী সা.র সুন্নাহ বা হাদীছ থেকে স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায়নি, এমনকি রাসূল সা. কোনো সাহাবাকে বীর্য ধিয়ে পাক করার আদেশ দিয়েছেন বলেও কোনো হাদীছে পাওয়া যায় না। এবং সাহাবাদের থেকেও কোনো ঐক্যমত্য পাওয়া যায়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে ফিক্বহী ইমামদের দ্বিমত পরিলক্ষিত।

ইমাম শাফিয়ী’ ও ইমাম আহমাদ বীর্যকে পবিত্র বলেছেন। কারণ মহান আল্লাহ তায়া’লা বলেছেন..

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (54)

আর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পানি (বীর্য) থেকে তারপর ঠিক করে দিয়েছেন রক্ত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক, তোমার প্রভু (সর্ববিষয়ে) ক্ষমতাবান। (২৫ ফুরক্বানঃ ৫৪)

বিশ্লেষণঃ এ আয়াতে এবং আরো অনেক আয়াতে বীর্যকে পানি বলা হয়েছে আর পানি সাধারণত পবিত্র বস্তু, তাই বীর্য ও পবিত্র। এছাড়া পবিত্র কুরআনের কোথায় স্পষ্ট ভাবে বীর্যকে অপবিত্র বলা হয়নি এমনকি রাসূল সা. থেকে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীছেও স্পষ্ট করে বীর্যকে অপবিত্র বলা হয়নি এবং এ ব্যাপারে সাহাবাদের কোনো ইজমা ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই বীর্যও পবিত্র হবে।

আর ইমাম আবু-হানীফাহ ও ইমাম মালিক রাহিঃ বীর্যকে অপবিত্র বলেছেন। তবে ইমাম মালিকের মতে বীর্য ধোয়ে পাক করতে হবে, ধোয়ে সাফ না কর লে বীর্য পাক হবে না। কারণ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ (متفق عليه.

আ’ইশাহ রা. বলেনঃ আমি রাসূল সা.’র (কাপড় থেকে) জানাবতের চিহ্ন তথা বীর্য ধোয়ে দিতাম আর তিনি ওই কাপড় নিয়েই সালাতে চলে যেতেন। তখনো উনার কাপড়ে পানি গেলে থাকতো। (বুখারী ও মুসলিম)

আর ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃর মতে কাপড়ে বা শরীরে তরল বীর্য গেলে থাকলে ধোয়ে পাক করতে হবে আর বীর্য শুকিয়ে গেলে আর ধোঁয়া লাগবে না বরং রগড়ে নিলেই পাক হয়ে যাবে। কারণ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرْكاً، فَيُصَلِّي فِيهِ(مسلم).

আ’ইশাহ রা. বলেনঃ আমি রাসূল সা.’র (কাপড় থেকে) বীর্য ডলে দিতাম আর তিনি ওই কাপড় নিয়েই সালাত আদায় করতেন। (মুসলিম)

ما رواه أبو داود في سننه **عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها ثوبك حيث تُرى أي تظنّ أنه أصابه** ورواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح

হাইদ্ব, নিফাস ও ইস্তিহাদ্বা

প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর জড়ায়ু থেকে যোনি পথ দিয়ে মাঝে মাঝে রক্ত জাতীয় কিছু পদার্থ বের হয়। এটা আল্লাহ্ প্রদত্ব এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে নারী জড়ায়ু স্বয়ংক্রিয়ভাবে সন্তান ধারণের জন্য তৈরি হয়।

নারীর যোনি পথ দিয়ে বের হওয়া এসব পদার্থ অপবিত্র হয়ে থাকে এবং ইসলামী শারীয়া’হর বিধান মতে ওই সময় ওই নারীর জন্য বেশ কিছু কাজ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

শারীরিক পবিত্রতা আবশ্যক এমন কাজকর্মের বিধান বর্ণনার সুবিধার্থে নারী পথ দিয়ে নির্গত এসব রক্তকে ৩টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথাঃ হাইদ্ব, নিফাস ও ইস্তিহাদ্বা।

হাইদ্ব পরিচিতিঃ নারী জড়ায়ু থেকে সাধারণত প্রতি মাসে পচা রক্তের মত এক প্রকার পদার্থের স্রাব বের হয়। এমন স্রাবকে আমরা বলি মাসিক স্রাব বা ঋতুস্রাব। আরবীতে এটাকে হাইদ্ব বলা হয় আর ইংরেজিতে বলা হয় ম্যান্স বা পিরিয়ড।

হাইদ্বের আসল রহস্যঃ পুরুষের প্রজনন যন্ত্রমসমূহের মাঝে বিশেষ দুটি কোষ রয়েছে, যেগুলোকে আমরা অণ্ডকোষ বলে থাকি। ঠিক তেমনিভাবে নারীর প্রজনন যন্ত্রসমূহের মাঝেও বিশেষ দুটি কোষ থাকে। নারীর কোষ দুটিকে বলা হয় ডিম্বকোষ।
পুরুষের অণ্ডকোষ যৌন উত্তেজনার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সচল হয় এবং বীর্য তৈরি করে। পুরুষের বীর্যে থাকে হাজার হাজার বীর্যকীট। সহবাসের সময় এ বীর্যকীটগুলো নারী জড়ায়ুতে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থান নেয় এবং নারী ডিম্বকে খুঁজতে থাকে। পুরুষের এসব বীর্যকীট ৩/৪দিন পর্যন্ত নারী জড়ায়ুতে জীবিত থাকে।

আর নারীর ডিম্বকোষ দুটি প্রতি মাসের নির্ধারিত সময়ে স্বয়ংক্রিয় ভাবে একবার সচল হয় এবং হাজার হাজার ডিম্বাণু তৈরি করে বিশেষ রগের মাধ্যমে জড়ায়ুতে প্রেরণ করে। এসব ডিম্বাণু সঞ্চালনের সময় অনেক নারীরই পেটে প্রচন্ড ব্যাথা অনুভূত হয়। (উল্লেখ্য এ ব্যাথার কোনো চিকিৎসা নেই। একমাত্র পেইন কিলার ঔষধ সেবন করে এ ব্যাথার যন্ত্রণা থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পাওয়া যায়।) নারীর এ ডিম্বাণুগুলো জড়ায়ুতে যাবার পর ৩/৪ দিন জীবিত থাকে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ পুরুষ যে ভাবে নারীর প্রতি আসক্ত থাকে ঠিক তদ্রূপ পুরুষের বীর্যকীটও নারী ডিম্বাণুর প্রতি আসক্ত থাকে। তাই যৌন মিলনের পর পুরুষের বীর্যকীট নারী জড়ায়ুতে গিয়ে নারী ডিম্বাণু খুঁজতে থাকে এবং এর সন্ধান পাওয়ামাত্র আবরণ ছেদ করে সোজা ভিতরে ঢুকে যায়। নারীর ডিম্বাণু এবং পুরুষের বীর্যকীটের মিলনেই জড়ায়ুতে তৈরি হয় নতুন মানব ভ্রূণ। এটা হচ্ছে মহান আল্লাহর এক নিপুণ কারিগরি।

৩/৪ দিন পর এসব নারী ডিম্বাণু জড়ায়ুতেই মরে যায় এবং পচে যায়। তারপর এ পচা ডিম্বগুলোই এক সময় যোনি পথ দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে। আর এটাকেই আমরা হাইদ্ব বা ঋতুস্রাব বলে থাকি।

এছাড়া নারী জড়ায়ু প্রতি মাসে সন্তান ধারণের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন করে প্রস্তুত হয়। প্রতি মাসেই জড়ায়ুতে একটি শক্ত আবরণ তৈরি হয় যেন ভ্রূণ তৈরি হলে একে শক্ত করে ধরে রাখা যায় এবং জড়ায়ু ও সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। মাস শেষে ভ্রূণ তৈরি না হলে ওই আবরণ ফেটে যায় এবং এর তরল ঝিল্লিসমূহ নষ্ট হয়ে স্রাবের সঙ্গে বের হয়ে আসে।

হাইদ্বের সময়কালঃ হাইদ্ব বা ঋতুস্রাবের সময়কাল নিয়ে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। তাই এ বিষয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার জন্য সঙ্গত কারণেই আমাদেরকে হাদীছ খুঁজতে হবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে হাদীছের বর্ণনাও সুস্পষ্ট নয়। তাই শারীয়া'হর মূল দুটি উৎসে বিষয়ে নিস্পত্তি করতে না পেরে আমাদেরকে ফিক্বহের শরণাপন্ন হতে হয়।

যেহেতু কুরআন বা হাদীছে বিষয়টি অকাট্ট ভাবে বর্ণিত হয়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন মতের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং ফিক্বহী ইমামগণের মাঝে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণত ৩টি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন..

- হাইদ্বের সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে ৩ দিন আর সর্ব উচ্চ সময় হচ্ছে ১০ দিন। (এ দিন বলে ২৪ ঘণ্টার দিন বুঝানো হয়েছে) এ অভিমতটি ইমাম আবু-হানীফাহ এবং উনার শিষ্যদের। যদিও উনার এক শিষ্য আবু-ইউসুফ বলেছেন সর্ব নিম্ন আড়াই দিনের বেশী সময় স্রাব হলেই এটাকে হাইদ্ব হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। হানাফী মতে উল্লেখিত সময়ের চেয়ে কম বা বেশী হলে এটাকে হাইদ্ব হিসেবে ধরা হবে না বরং ইস্তিহাদ্বা হিসেবে গণ্য করা হবে।
- হাইদ্বের সর্ব নিম্ন কোনো সময় নির্ধারিত নেই। অতি সামান্য রক্তস্রাব হলেও এটাকে হাইদ্ব হিসেবে ধরা হবে। আর হাইদ্বের সর্ব উচ্চ সময় হচ্ছে ১৫ দিন। এ মতটি ইমাম মালিক রাহিঃর। কোনো নারীর ১৫ দিনের বেশী স্রাব হলে ওই অতিরিক্ত স্রাবকে ইস্তিহাদ্বা হিসেবে ধরা হবে।
- হাইদ্বের সর্বনিম্ন সময় ১ দিন আর সর্বউচ্চ সময় হচ্ছে ১৫ দিন। ইমাম শাফিয়ী' এবং ইমাম আহমাদ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উনাদের মতে ১৫ দিনের বেশী স্রাব হলে ওই অতিরিক্ত স্রাবকে ইস্তিহাদ্বা হিসেবে ধরা হবে।
- হাইদ্ব তথা ঋতুস্রাবের সময়কাল নিয়ে ইমামগণের এমন ভিন্নমত আসলে সাহাবী ও তাবিয়ীগণ থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্যের কারণে তৈরি হয়েছে।
- প্রায় মহিলাদের-ই ঋতুস্রাবের একটা নির্ধারিত দিন থাকে। মানে সাধারণত প্রতিবারে এতোদিন স্রাব হয়ে থাকে। ফিক্বহী পরিভাষায় এটাকে বলা হয় স্রাব সম্পর্কে ওই নারীর আদত বা অভ্যাস। যে নারীর যতদিন আদত থাকে ওই এতোদিনই হাইদ্ব ধরবে। মানে ওই নারীর যদি কখনো নির্ধারিত দিনে স্রাব বন্ধ না হয় তবে সে তার অভ্যাসগত দিনই হাইদ্ব হিসেবে ধরবে আর বাকি দিন ইস্তিহাদ্বা হবে।
- তবে অভ্যাস পরিবর্তন হতে পারে এবং অভ্যাসে পরিবর্তন ঘটলে নতুন অভ্যাস ধর্তব্য হবে আর পুরাতন অভ্যাস বাতিল হয়ে যাবে।

ঋতুস্রাবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাঃ হাইদ্বের সময় নির্ধারণ খুবই জটিল বিষয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধান দিতে পারেনি। চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে এ ব্যাপারে প্রত্যেক মহিলা-ই স্বতন্ত্র। এমনকি স্বাস্থ্য ও বয়স অনুপাতে একই মহিলার বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। তবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পূরা ঋতু চক্রকে

সাধারণত ২৮ দিনের একটি চক্র বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এ ২৮ দিনের মধ্যে নারী জড়ায়ুতে ৩ ধরণের পরিবর্তন ঘটে। চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে ঋতু চক্র বা মাসিকের এ চক্রের ৩টি স্তর বা ফেজ হয়ে থাকে। যথা..

১. মেন্সট্রুয়াল ফেজঃ এ সময় যোনি পথে রক্ত বের হয়। সাধারণত ৪-৭ দিন স্থায়ী এ রক্তপাতে ভেঙ্গে যাওয়া রক্তকনিকা ছাড়াও জড়ায়ুর ভিতরকার শ্বেত কনিকা, জরায়ুমুখের মিউকাস, জরায়ুর নিঃসৃত আবরণী, ব্যাকটেরিয়া, প্লাজমিন, প্রস্টাগ্লানডিন এবং অনিষিক্ত ডিম্বাণু স্রাব হিসেবে বেরিয়ে আসে। ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন হরমোনের যৌথ ক্রিয়ায় এই পর্বটি ঘটে থাকে।

২. প্রলিফারেটিভ ফেজঃ এর সময়কাল ৮-১০ দিন স্থায়ী হতে পারে। শুধু ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাবে এমনটি হয়ে থাকে। এ সময় জরায়ু নিষিক্ত ডিম্বাণুকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

৩. সেক্রেটরি ফেজঃ সবচেয়ে দীর্ঘ, প্রায় ১০-১৪ দিন। একে প্রজেস্টেরন বা লুটিয়াল ফেজ-ও বলা হয়। এটিও ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন উভয় হরমোনের যৌথ কারণে হয়। এই সময় নিষিক্ত ডিম্বাণুর বৃদ্ধির জন্য জরায়ু সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে থাকে| ডিম্বাশয়ের কোনো ডিম্বাণু শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত না হলে জরায়ু আবার মেন্সট্রুয়াল ফেজ-এ চলে যায়। এভাবেই পূর্ণ বয়স্ক মেয়েদের ঋতুচক্র চলতে থাকে।

নিফাস পরিচিতিঃ উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে পুরুষের বীর্যকীট আর নারীর ডিম্ব একীভূত হয়ে নারী জড়ায়ুতে তৈরি হয় মানব ভ্রূণ। এ ভ্রূণ ক্রমে ক্রমে মানব শিশুতে রূপান্তরিত হয় এবং এক সময় মায়ের পেট থেকে দুনিয়ায় জন্ম নেয়। আর এ জন্ম নেওয়াকে আমরা বলি সন্তান প্রসব।
সন্তান প্রসবের পর মায়ের জড়ায়ু থেকে এক প্রকার রক্তস্রাব শুরু হয়। প্রসবের পর মায়ের জড়ায়ু থেকে বেরিয়ে আসা রক্তস্রাবকে বলা হয় নিফাস।

নিফাসের সময়কালঃ নিফাসের সময়কাল নিয়েও পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। হাদীছেও বিষয়টি নিয়ে নির্ধারিত তেমন কোনো বক্তব্য নেই। তাই এ বিষয়টি নিয়েও ভিন্ন মতের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং ইমামগণ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়াও যায়। আসলে নিফাসের সর্ব নিম্ন সময় নির্ধারিত নয়। সন্তান প্রসবের পর যখনই রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে তখনই ধরতে হবে যে নিফাস বন্ধ হয়ে গেছে। তবে নিফাসের সর্ব উচ্চ সময়কাল নিয়ে ভিন্ন মত পাওয়া যায়। যেমন..

ক. হানাফী ও হাম্বলীদের মতে নিফাসের সর্ব উচ্চ সময় ৪০ দিন। সন্তান জন্মের পর ৪০ দিনের পরেও স্রাব বন্ধ না হলে এটাকে নিফাস হিসেবে না ধরে হস্তিহাদ্বা হিসেবে গণ্য করতে হবে। উনাদের দলীল হচ্ছে একটি হাদীছ যেখানে বলা হয়েছে..

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم **أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً** .رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.

উম্মু সালামাহ (নবী সা.র স্ত্রী) বলেছেনঃ নবী সা.র সময়ে নিফাসের সময়ে মহিলারা ৪০ দিন অপেক্ষা করতেন। (আবু-দাউদ, তিরমিযী। ইমাম নববী বলেছেন হাদীছটি দ্বাইফ আর আলবানি বলেছেন সাহীহ)

খ. শাফিয়ী ও মালিকীদের মতে নিফাসের সর্ব উচ্চ সময় ৬০ দিন।

ইস্তিহাদ্বা পরিচিতিঃ হাইদ্ব ও নিফাস ব্যতীত (নারীর যোনি পথ দিয়ে বের হওয়া) অন্য সকল রক্তস্রাবকে ইস্তিহাদ্বা বলা হয়। অর্থাৎ হাইদ্বের মিয়াদ বহির্ভূত স্রাব, নিফাসের মিয়াদ বহির্ভূত স্রাব এবং হাইদ্ব ও নিফাসের সময় ছাড়া অন্য সময়ের স্রাব হচ্ছে ইস্তিহাদ্বা।

হাইদ্ব ও নিফাসের বিধানঃ হাইদ্ব ও নিফাস চলাকালীন সময়ে কয়েকটি কাজ নারীর জন্য নিষিদ্ধ থাকে। যেমন..

ক. স্বামী সহবাসঃ হাইদ্ব ও নিফাস চলাকালীন দিনগুলোতে যৌন মিলন নিষিদ্ধ তাই এদিনগুলোতে স্বামী-স্ত্রী যৌন মিলন থেকে বিরত থাকবে। এ ব্যাপারে বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)

পটভূমিঃ ইয়াহুদ সমাজে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে নানা কুসংস্কারের প্রচলন ছিল। কিছু মানুষ তাদের সম্পূর্ণ আলাদা করে দিত আর কেউ কেউ মলদ্বারে সঙ্গম করত। সাহাবাগণ তাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলে নাযিল হয়..

(হে নবী!) লোকজন তোমার কাছে ঋতুবতী নারী সম্পর্কে জানতে চায়, বলে দাওঃ এটা বড়ই নোংরা (অবস্থা।) সুতরাং স্রাব চলাকালীন সময়ে তোমরা নারী (সঙ্গম) থেকে বিরত থাকবে, (স্রাব থেকে) পবিত্র হওয়া পর্যন্ত (সঙ্গমের জন্য) তাদের কাছে যাবে না। তারা যখন (স্রাব থেকে) উত্তমরূপে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদের সাথে সঙ্গম করবে আল্লাহর নির্দেশিত পথে (তথা যোনি পথে, মলদ্বারে নয়। আর স্রাব অবস্থায় সঙ্গম করে ফেললে তাওবাহ করবে) নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাওবাহ করে, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। (২ বাক্বারাহঃ ২২২)

আইন ও বিধানঃ ঋতুকালে নারীর যোনি নোংরা থাকে, এ অবস্থায় সঙ্গম করলে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। ঋতুবতী নারীর সাথে সঙ্গম করা বৈধ নয়। তবে সঙ্গম ব্যতীত অন্য সব (যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন, ইত্যাদি) বৈধ আছে। স্রাব পরিপূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে গেলে (তথা সাদা স্রাব দেখা গেলে) নারী প্রথমে গোসল করবে এবং এ গোসল নারীর ফরজ দায়িত্ব। গোসলের পর ওই নারীর সাথে সহবাস করা যাবে।

ঋতুবতী নারীর সাথে সহবাস করলে ১ দিনার (৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ বা সমমূল্য) বা আধা দিনার সাদাক্বাহ দিতে হয়। স্বামী-স্ত্রী সহবাসকালে ইচ্ছামত নানা পদ্ধতি গ্রহণ করে আনন্দ করা অবৈধ নয়। তবে সঙ্গম করতে হবে যোনি পথে, মলদ্বারে সঙ্গম করা বৈধ নয়।

বিঃ দ্রঃ = আয়াতে শুধু হাইদ্বের কথা বলা হয়েছে। তবে হাদীছের নিফাসের বেলায়ও হাইদ্বের বিধান কার্যকর করার কথা বলা আছে।

পর্যালোচনাঃ এখানে স্বামী সহবাস বলতে শুধুমাত্র যৌন সঙ্গম বুঝানো হয়েছে। সঙ্গম ব্যতীত অন্য সব বৈধ আছে। অর্থাৎ স্ত্রীর যোনিমুখ ব্যতীত আর সকল অঙ্গ ব্যবহার করে যৌবন উপভোগ করতে পারবে। এব্যাপারে বিধান দিয়ে বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك : أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهن فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺالنَّبِيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (البقرة 222) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، وَفِي لَفْظٍ: إِلَّا الْجِمَاعَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ.

আনাস বিন মালিক রা. বর্ণনা করেন, ইয়াহুদ সমাজের প্রথা ছিলঃ কোনো নারীর হাইদ্ব শুরু হলে তারা ওই নারী সাথে খাবার খেত না, এমনকি একত্রে বসবাসও করত না। সাহাবাগণ এ ব্যাপারে উনাদের করণীয় সম্পর্কে নবী সা.র কাছে জানতে চাইলে নাযিল হল "তারা হাইদ্বরত নারী সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বলে দাওঃ এটা হচ্ছে এক প্রকার অপরিচ্ছন্নতা /নুংরা অবস্থা। তাই তোমরা এ অবস্থায় নারী সঙ্গম থেকে বিরত থাকবে। (বাক্বারাহঃ ২২২)

এ আয়াত নাযিলের পর নবী সা. ঘোষণা করলেনঃ তোমরা সঙ্গম ছাড়া আর সব করতে পারবে। (বুখারী ছাড়া বাকি অনেকেই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন)

وَعَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَجْدَعَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَا لِلرَّجُلِ مِن امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْفَرْجَ "رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "تَارِيخِهِ."

(প্রসিদ্ধ তাবিয়ী') মাসরূক্ব বিন আজদা' রাহি. বলেনঃ একদা আমি (আমার শিক্ষিকা) আ'ইশাহ রা. কে জিজ্ঞেস করলামঃ স্ত্রীর যখন হাইদ্ব হয়ে যাবে তখন স্বামী তার সাথে কী কী করতে পারবে? তিনি বললেনঃ যোনিমুখ ব্যতীত বাকি করতে পারবে। (বুখারী ফী তারিখিহী)

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺأَنَّ النَّبِيَّ ﷺكَانَ إِذَا أَرَادَ مِن الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا شَيْئًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

(প্রসিদ্ধ তাবিয়ী') ই'করামাহ রাহি. নবী সা.র কোনো এক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেছেনঃ নবী সা. যখন হাইদ্বরত স্ত্রীর সঙ্গে কিছু করতে ইচ্ছা করতেন তখন উনার যোনিমুখে কোনোকিছু রেখে দিতেন (অতঃপর অন্য অঙ্গ নিয়ে খেলা করতেন) (আবু-দাউদ)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺأَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرهَا "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদের কারো যখন হাইদ্ব হলে নবী সা. যদি তার সাথে মুবাশারাহ (মিলামিশা) করতে ইচ্ছা করতেন তখন তাকে তার হাইদ্বের নির্গমন স্থানে কোনো কাপড় রেখে দিতে বলতেন এবং (এ ছাড়া অন্যত্র) মুবাশারাহ (ঢলাঢলি/ঘষাঘষি/মর্দন) করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হুঁশিয়ারিঃ তবে সাবধান! কখনো স্ত্রীর মলদ্বারে প্রবেশ করাবে না। কারণ এমন করা সর্বাবস্থায়-ই নিষিদ্ধ। কারণ নবী সা. বলেছেন..

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها .رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن.

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পিছন দিয়ে (তথা মলদ্বার দিয়ে) নারী সঙ্গম করল সে অভিশপ্ত। (আহমাদ, আবু-দাউদ। হাদীছটি হাসান)

খ. স্বালাতঃ শারীয়া'হ আইনে হাইদ্ব ও নিফাস চলাকালীন সময়ে মহিলারা স্বালাতের অযোগ্য বলে গণ্য হয়। তাই এমন সময়ে তারা স্বালাত আদায় করবে না এবং এ স্বালাত পরেও পূর্ণ করতে হবে না। এ সম্পর্কে বিধান দিয়ে বর্ণিত হয়েছে..

وقوله صلى الله عليه وسلم **فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي.** متفق عليه واللفظ للبخاري.

(হাইদ্ব অবস্থার বিধান দিতে গিয়ে) রাসূল সা. বলেছেনঃ যখন হাইদ্ব আসবে তখন স্বালাত ছেড়ে দেবে আর হাইদ্ব চলে যাবে তখন গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ আসলে হাইদ্ব বা মাসিক স্রাব শুরু হয়েছি কি না? এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনেক মহিলা নিজের যোনি পথে আঙ্গুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করেন আর অনেকে টিসু জাতীয় অন্য বস্তু ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। আসলে এমন করার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং যখন আপনার পেন্টিতে বা প্যাডে স্রাবের রক্ত লেগে থাকবে তখন থেকেই আপনি হাইদ্ব গণনা শুরু করবেন। এমনকি যে নারী রাতে পবিত্র অবস্থায় ঘুমিয়েছে আর সকালে ঘুম থেকে উঠে প্যাডে রক্ত দেখেছে উনি যখন রক্ত দেখেছে তখন থেকেই হাইদ্ব গণনা শুরু করবে। বিধান আসলে এমনই। (এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে "শারহু বিক্বায়াহ দেখে নিন।)

عن عائشة رضي الله عنها: **كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة** .رواه مسلم

আইশা'হ রা. থেকে বর্ণিত, (রাসূল সা.র সময়ে হাইদ্ব ও নিফাস অবস্থায় আমরা স্বালাত আদায় করতাম না এবং সাওম পালন করতাম না। তবে) আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেন সাওমের কাযা আদায় করি তবে স্বালাতের কাযা আদায় করতে আমাদেরকে আদেশ করা হয়নি। (মুসলিম)

عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **أليس اذا حاضت المرأة لم تصل و لم تصم ؟** (متفق عليه في حديث طويل)

আবু-সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছে রাসূল সা. বলেছেনঃ মেয়েদের যখন স্রাব হয় তখন কী তারা সালাত ও সাওম ছেড়ে দেয় না? (বুখারী ও মুসলিম)

গ. সাওমঃ হাইদ্ব ও নিফাস চলাকালীন সময়ে মহিলারা সাওম সাধন করবে না তথা রোজা রাখবে না। তবে হাইদ্ব বা নিফাস বন্ধ হওয়ার পর ছুটে যাওয়া এসব সিয়াম বা রোজা পূরা করতে হবে। দলীলস্বরূপ উপরে উল্লেখিত দুটি হাদীছ দেখে নিন।

ঘ. তাওয়াফঃ হাইদ্ব বা নিফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা যাবে কী না? পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তবে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

روى البخاري (305)ومسلم (1211)عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

বিদায় হাজ্জের আফ্রে মাক্কাহ প্রবেশের আগেই আ'ইশাহ রা.র ঋতুস্রাব শুরু হলে রাসূল সা. বলেছেন "অন্য হাজীগণ যা করে তুমিও তাই করবে। তবে (স্রাব থেকে) পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওয়াফ করবে না। (বুখারীঃ ৩০৫, মুসলিমঃ ১২১১)

এমনকি হাজ্জের সময়ে যদি কোনো মহিলার হাইদ্ব শুরু হয় তখন উনি তাওয়াফ থেকে বিরত থাকবে এবং হাইদ্ব থেকে পবিত্র হওয়ার পর ইফাদ্বাহ (হাজ্জের ফরজ) তাওয়াফ করে হাজ্জ সম্পন্ন করবে। এ ব্যাপারে বর্ণিত হচ্ছে..

وروى البخاري (4401) ومسلم (1211)عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَنْفِرْ

আইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, বিদায় হাজ্জের সময়ে নবী সা.র স্ত্রী স্বাফিয়্যাহ বিনত হু'ইয়াই রা.র হাইদ্ব শুরু হয়ে গেল (এ সংবাদ শুনার পর নবী সা. ভাবলেন স্বাফিয়্যাহ ইফাদ্বাহ করেননি তাই) তিনি বললেনঃ তবে কী সে আমাদেরকে (মদীনার পথে যাত্রা করা থেকে) বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে? আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে ইফাদ্বাহ (হাজ্জের ফরজ) তাওয়াফ করে ফেলেছে। তখন নবী সা. বললেনঃ সে যেনো (মদীনার পথে সফরে) বেরিয়ে পড়ে। (বুখারীঃ ৪৪০১, মুসলিমঃ ১২১১)

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ উল্লেখিত বিধান হচ্ছে হাজ্জের সময়ের সাভাবিক বিধান। স্বাভাবিক অবস্থায় এবং সাধারণ সময়ে সবাইকে এ বিধান মেনে চলতে হবে।
তবে একান্ত নিরোপায় ব্যক্তি পবিত্রতা ব্যতীত তাওয়াফ করে নিলে তার হাজ্জ সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং এ তাওয়াফ আদায় হয়ে যাবে। যেমন..
কোন মহিলা হাজ্জ করতে গিয়েছেন। মিনার দিনে তার ঋতু স্রাব শুরু হল। এখন তিনি দেখলেন তার স্রাব বন্ধ হবার আগেই তার কাফেলা ফিরে যাবে। তিনি একা থাকতে পারবেন না এবং থাকার কোনো সুযোগও নেই। আর একবার ফিরে গেলে পুনরায় এসে তাওয়াফ করাও তার জন্য খুবই কঠিন কাজ। এমত অবস্থায় ওই মহিলা ফরজ তাওয়াফ করে নেবেন এবং ওয়াজিব তাওয়াফ তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। এবং এজন্য তাকে কোনো প্রকার দিয়াত বা জরিমানাও দিতে হবে না। ইসলামী শারীয়া'হর বিধান সমূহের একটি মূল সূত্র হচ্ছে..

আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কারো উপর দায় চাপান না (বাক্বারাহঃ ৮৬)	**لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا**

ঙ. কুরআন পাঠঃ হাইদ্ব ও নিফাস অবস্থায় নারীদের জন্য কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ বলে কোনো বিধান পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে নির্ভরযোগ্য তেমন কোনো হাদীছও পাওয়া যায় না। তাই বিষয়টি নিয়ে ভিন্নমতের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং ভিন্নমত পাওয়াও যায়। যেমন..

অনুমোদিতঃ কিছু কিছু ইমামগণের হাইদ্ব ও নিফাস অবস্থায় নারীরা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে। এক প্রশ্নের জবাবে একজন আরব শাইখ বলেছেন..

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني.

কোনো কোনো আলিমের মতে হাইদ্ব রত অবস্থায় কুরআন পাঠ করা যাবে। এটা হচ্ছে ইমাম মালিকের মযহাব, ইমাম আহমদ থেকেও এমন একটি রায় পাওয়া যায়। শাইখু-ল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এ মতটিকে পছন্দ করেছেন এবং ইমাম শাইকানী এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

وعند الحنابلة يباح للحائض أن تقرأ ما دون الآية القصيرة، أو قدره من الآية الطويلة ولها أن تأتي بذكر يوافق لفظ القرآن، كقولها عند ركوب الدابة أو السيارة "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين."

হাম্বলীদের মতে হাইদ্ব অবস্থায় কুরআনকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে পারবে। যেমন ছোট এক আয়াত অথবা বড় আয়াতকে সমান ভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে। এবং যিকর (তাসবীহ, দোয়া) হিসেবে পড়তে পারবে।

নিষিদ্ধঃ হাইদ্ব বা নিফাস অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কুরআন পড়বে না। যেমন..

وعند الحنفية يحرم على الحائض قراءة القرآن إلا إذا كانت معلمة، فإنه يجوز لها أن تلقن تلميذاتها كلمة كلمة .بحيث تفصل بينهما، كذلك يجوز لها أن تقرأ الآية القصيرة بقصد الدعاء، أو الثناء على الله.

হানাফীদের মতে হাইদ্ব অবস্থায় কুরআন পাঠ করা নিষিদ্ধ। তবে শিক্ষিকা নারী তার শিষ্যদেরকে শব্দ শব্দ করে বলে দিতে পারবে। এভাবেই দোয়ার জন্য অথবা তাসবীহ হিসেবে ছোট ছোট আয়াত পড়তে পারবে।

أما الشافعية فيقولون :يحرم على الحائض قراءة القرآن ولو حرفًا واحدًا إن قصدت تلاوته أما إذا قصدت الذكر مثل أن تقول عند الأكل "بسم الله الرحمن الرحيم "أو جري لسانها بالقرآن من غير قصد لتلاوته فلا يحرم.

শাফিয়ীদের মতে হাইদ্ব অবস্থায় কুরআন পাঠ করা নিষিদ্ধ। এমনকি তিলাওয়াতের জন্য অক্ষর অক্ষর করেও পড়তে পারবে না। তবে যিকর বা দোয়া হিসেবে পড়তে পারবে এবং তিলাওয়াতের ইচ্ছা ব্যতীত মুখ দিয়ে কুরআনের আয়াত বের হয়ে এলেও কোনো সমস্যা নেই। (সূত্রঃ উল্লেখিত অভিমতগুলো "ইসলাম অনলাইন" থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে)

যারা হাইদ্ব বা নিফাস অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেন উনাদের কেউ কেউ দলীল হিসেবে আবু-দাউদে বর্ণিত একটি হাদীছ পেশ করে থাকেন। বর্ণিত হচ্ছে..

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺأنه قال :لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.

ইবনু উ'মার রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেনঃ হাইদ্ব ওয়ালী নারী এবং জুনুবী ব্যক্তি কুরআন থেকে সামান্য কিছুও পাঠ করবে না। (আসলে হাদীছটি দ্বাইফ। তাই কোনো বিধান প্রমাণের জন্য দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়)

ইস্তিহাদ্বার বিধানঃ ইস্তিহাদ্বা আসলে শারীরিক অপবিত্রতা নয় বরং স্বাভাবিক অসুস্থতা। তাই ইস্তিহাদ্বা অবস্থায় মহিলারা সালাত আদায় করবে, সাওম পালন করবে, স্বামী সহবাস করতে পারবে, কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে, তাওয়াফ করতে পারবে তথা পবিত্র অবস্থায় যা যা করা যায় ইস্তিহাদ্বা অবস্থায় এসকল কাজ করা যাবে।
তবে এ অবস্থায় যেহেতু যৌনি পথ দিয়ে রক্ত বের হয় তাই অযু নষ্ট হয়ে যায়। আর এ রক্ত স্রাব আকারে বের হওয়ার কারণে চলমান রোগ হিসেবে ধরা হয় এবং এটাকে "হাদাছ আসগর" তথা ছোট অপবিত্রতা হিসেবে ধরা হয়। যে কারণে গোসল করতে হয় না বরং শুধু অযু নষ্ট হয়ে যায়।
আর এ অবস্থায় পবিত্রতা হাসিলের বিধান কয়েক ভাবে হতে পারে। যেমন..

১. প্রত্যেক ফরজ সালাতের জন্য অযুঃ ইস্তিহাদ্বা অবস্থায় ওই মহিলা প্রত্যেক ফরজ সালাতের জন্য অযু করবে এবং এ অযু দিয়ে ওই ওয়াক্তের মধ্যে (সুন্নত ও নফল সালাত, তিলাওয়াতসহ) অন্যান্য ইবাদাত সম্পাদন করতে পারবে। এমন বিধান দিয়ে বর্ণিত হচ্ছে..

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عن النَّبِيِّ ﷺقَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ :تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ :حديثٌ حَسَنٌ.

আ'দী বিন ছাবিত উনার বাবা থেকে এবং বাবা দাদা থেকে বর্ণনা করেন, ইস্তিহাদ্বারত নারী সম্পর্কে নবী সা. বলেছেনঃ সে তার হাইদ্বের দিনগুলোতে সালাত ছেড়ে দেবে।

অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক (ফরজ) সালাতের সময়ে অযু করবে। এভাবেই সে সালাত আদায় করবে এবং সাওম পালন করবে। (আবু-দাউদ, ইবনু মাজা, তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীছটি হাসান।)

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :جَاءَتْ فَاطِمَةَ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺفَقَالَتْ :إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَهَا :لَا، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ.

আ'ইশাহ রা. বলেনঃ একদা ফাতিমাহ বিনত আবু-হুবাইশ নবী সা.র কাছে এসে বললঃ আমার ইস্তিহাদ্বা হতেই থাকে, আমি পবিত্র হতে পারি না। আমি কী সালাত ছেড়ে দেবো? নবী সা. বললেনঃ না, তুমি তোমার হাইদ্বের দিনগুলোতে সালাত ছেড়ে দেবে। অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য অযু করবে। এভাবেই তুমি সালাত আদায় করবে যদিও রক্তের ফোটা তোমার ছাটাইয়ে প্রবাহিত হয়। (আহমাদ, ইবনু মাজা)

২. একত্রে দুই সালাতঃ ইস্তিহাদ্বারত অবস্থায় মহিলা দুই সালাত (জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা) একত্র করে আদায় করবে। এমন বিধান দিয়ে নাযিল হয়েছে..

عن حَمْنَة بنت جَحش رضي الله عنها قالت كنت أُسْتَحَاض حَيْضَة كثيرة شَدِيدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيه وأُخْبِرُه فَوجدْتُه في بيت أختي زينب بنت جَحش فقلت :يا رسول الله إني امرأة أُسْتَحَاض حَيْضَة كثيرة شديدة، فما تَرى فيها قد مَنَعَتْنِي الصلاة والصوم فقال :أَنْعَتُ لك الكُرْسُف فإنه يُذهِبُ الدَّم .قالت هو أكثر من ذلك قال فاتَّخِذِي ثوبا .فقالت :هو أكثر من ذلك إنما أَثُجُّ ثَجًّا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سَآمُرُك بأمْرَين أيهما فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ من الآخر، وإن قَوِيتِ عليهما فأنتِ أعْلَم .قال لها :إنما هذه رَكْضَةٌ من رَكَضَات الشيطان فَتَحَيَّضِي ستَّة أيام أو سبعة أيَّام في عِلْم الله، ثم اغْتَسِلِي حتى إذا رأيت أنك قد طَهُرْتِ، واسْتَنْقَأْتِ فصلِّي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يُجْزِيكِ، وكذلك فافْعَلِي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يَطْهُرْن مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وإن قَوِيت على أن تُؤَخِّري الظهر وتُعَجِّلِي العصر فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصلاتين الظهر والعصر، وتُؤَخِّرِين المغرب وتُعَجِّلين العشاء، ثم تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصلاتين فافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مع الفجر فافْعَلِي، وصُومي إن قَدِرت على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إليَّ .

[حسن] - [رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه]

(রাসূল সা.র শালিকা) হা'মনাহ বিনত জাহাশ রা. বলেনঃ একদা আমার খুব বেশী পরিমাণে ইস্তিহাদ্বা শুরু হল। আমি তখন ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে রাসূল সা.র কাছে এলাম। আমি আমার বোন যাইনাব বিনত জাহাশের ঘরেই রাসূল সা.কে পেয়ে গেলাম।

আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার খুব অধিক পরিমাণে ইস্তিহাদ্বা শুরু হয়েছে এবং এতে আমার সালাত ও সিয়ামে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?

রাসূল সা. বললেনঃ "কুরসুফ" (তূলা) ব্যবহার কর। এটা রক্ত চুষে নেবে।

আমি বললামঃ (এতে কাজ হবে না) এটা এরচেয়ে অনেক বেশী।

তিনি বললেনঃ তবে আলাদা কাপড় ব্যবহার কর।

আমি বললামঃ এটা এরচেয়ে অনেক বেশী। অধিকা হারে প্রবাহিত হচ্ছে।

তিনি বলেনঃ আমি তোমাকে দুটি কথা বলছি (তথা দুটি পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছি।) এর যে কোনো একটি পালন করাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে আর তুমি যদি উভয়টি করতে সক্ষম হও তবে যে কোনো একটি বেছে নেবে। আসলে এটা (হাইদ্ব নয় বরং) সাধারণত শয়তানের

আঘাতের ফলে এমনটি হয়ে থাকে। (আর এ ব্যাপারে তোমার জন্য পালনীয় বিধান হল) তুমি প্রতি মাসে ৬ দিন অথবা ৭ দিন হাইদ্ব গণ্য করবে (আসলে আল্লাহ্ই ভালো জানেন তোমার হাইদ্ব কত দিন) অতঃপর যখন মনে করবে (তোমার গণ্য করা হাইদ্বের দিন শেষ হয়ে গেছে এবং) তুমি (হাইদ্ব থেকে) পাক হয়ে গেছো তখন গোসল করে পবিত্র হয়ে যাবে। এভাবেই মাসে ২৩ দিন অথবা ২৪ দিন সালাত আদায় করবে এবং সাওম পালন করবে। প্রতি মাসে তুমি এমনই করবে। যে ভাবে মহিলাদের হাইদ্ব হয় এবং পবিত্র হয় তুমিও তাই করবে (তোমার জন্য পবিত্রতার প্রথম পদ্ধতি হচ্ছেঃ তুমি প্রত্যেক সালাতের জন্য অযু করবে) এবং এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

আর (পবিত্রতা অর্জনের ২য় পদ্ধতি হচ্ছে) যদি পারো তবে জোহরকে একটু দেরী করে আর আসরকে একটু এগিয়ে এনে একবার গোসল করে দুই সালাতকে একত্রিত করে জোহর ও আসর একত্রে আদায় করবে। এভাবেই মাগরিবকে দেরী করে আর ইশাকে একটু এগিয়ে এনে একবার গোসল করবে মাগরিব ও ইশাকে একত্রিত করে দুই সালাত একত্রে আদায় করবে। আর ফজরের জন্য আলাদা গোসল করবে। আমি মনে করিঃ উল্লেখিত দুটি পদ্ধতির মাঝে এটাই তোমার জন্য উত্তম হবে। আর যথারীতি সিয়াম পালন করবে।

(আবু-দাউদ, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজা)

স্রাব চলাকালীন সময়ের জন্য স্বাস্থ্যগত কয়েকটি উপদেশঃ

১. আসলে হাইদ্ব ও নিফাস তথা রক্তস্রাব একটি নুংরা বিষয় বা কষ্টদায়ক বিষয়।

২. হাইদ্ব ও নিফাস অবস্থায় অনেকের মন মানসিকতা খিটখিটে থাকে। অনেকের পেটে ব্যথাসহ নানা উপসর্গ দেখা দেয়।

৩. তাই এমতাবস্থায় শরীরকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রেখে সুগন্ধি ব্যবহার করে উত্তম পোশাক পরিধান করে একটু সাজগোজ করা ভালো। এসময়ে সুগন্ধি ব্যবহারের কথা হাদিছে বর্ণিত হয়েছে।

৩. স্রাবের সময় যোনিপথে এবং যনিমুখে নুংরা রক্ত লেগে থাকে এবং এর থেকে নানা রোগব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই স্রাবের রক্ত এবং রক্ত লেগে থাকা অংশ এ্যন্টিসেপ্টিক দিয়ে উত্তমরূপে পরিষ্কার কথা উচিত। কারণ এসব নুংরা রক্ত থেকে নানা ধরণের ব্যক্টেরিয়া তৈরি হয় এবং এসবের প্রভাবে নানা প্রকার যৌনরোগ, চর্মরোগ, ইত্যাদি হয়ে থাকে।

৪. স্রাবের চলাকালীন সময়ে কোনো প্রকার সেন্যাটারী প্যাড ব্যবহার করা নিরাপদ।

৫. যাদের প্যাড ব্যবহার করার সাধ্য নেই এবং যারা পুরাতন কাপড় ব্যবহার করেন তাদের উচিত স্রাবের সময় ব্যবহৃত কাপড়কে সাবান বা ডিটারজেন দিয়ে ধোয়ে উত্তমরূপে পরিষ্কার করা এবং ধোয়ার পর ডেটল, স্যাভলন বা যে কোনো প্রকার এ্যন্টিসেপ্টিক মিশ্রিত পানিতে ভিজিয়ে উত্তমরূপে শুকিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা। ব্যবহৃত কাপড় ধোয়ে কোনো প্রকার আবদ্ধ স্থানে বা সেতসেতা জায়গায় রেখে দিলে এতে ব্যক্টেরিয়া তৈরি হয় এবং এসব কাপড় পুনরায় ব্যবহার করলে রোগব্যাধি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫. বালিগাহ মেয়েদের জন্য সব সময় পেন্টি পরিধান করা উত্তম এবং বিবাহিতা নারীদের জন্য এটা মুস্তাহাব বলে শারহি বিক্বায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।